

প্রভু অদ্বৈতের শান্তিপুর লীলা
ও রাসোৎসব



শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

॥ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরণম্ ॥

। প্রভু শ্রীঅদ্বৈতের শান্তিপুর লীলা ও রাসোৎসব ॥

(প্রথম সংস্করণ)

বৈষ্ণব বিসার্চ ইনষ্টিটিউট হইতে—

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীনিতাই গৌরঙ্গ গুরুধাম

জগদগুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী শ্রীপাট, শ্রীচৈতন্যডোবা ।

পোঃ—হালিসহর ॥ ২৪ পরগণা ॥

(পশ্চিমবঙ্গ)

ফোন—২৫৮৫-০৭৭৫

ত্রিঙ্কা-দশ টাকা

বৈষ্ণব রিসার্চ ইনস্টিটিউট হইতে প্রকাশিত

ক্রিয়দ্বৈত আচার্য্যের মহিমা মূলক প্রবাবলী

১। শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশ

ভিক্ষা—চল্লিশ টাকা

অদ্বৈত প্রভুর শিষ্য ও গৃহ পালিত সেবক শ্রীঈশান নাগর বিরচিত

ইহাতে অদ্বৈত প্রভুর আবির্ভাব হইতে অন্তর্দান পর্য্যন্ত সমগ্র লীলা কাহিনী বিশেষভাবে বর্ণিত রহিয়াছে।

২। শ্রীঅদ্বৈত মঙ্গল

ভিক্ষা—ত্রিশ টাকা

শ্রীঅদ্বৈত পার্শদ শ্রীল হরি চরণ দাস বিরচিত অদ্বৈত প্রভুর তত্ত্বসহ লীলা কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।

৩। শ্রীশ্রী সীতাদ্বৈত তত্ত্ব নিরূপণ

ভিক্ষা—দশ টাকা

আলোচ্য গ্রন্থে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু ও তৎপত্নী সীতা ঠাকুরাণীর জীবনীসহ পূর্বাবতার তত্ত্ব বিশেষভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। শ্রীসীতাদ্বৈত তত্ত্ব মূলক শ্রীল কানুদেব গোস্বামীকৃত শ্রীঅদ্বৈত স্বরূপামৃত ও শ্রীদেবকীনন্দন দাস বিরচিত শ্রীঅদ্বৈতবোধেশ দীপিকা গ্রন্থদ্বয় পুঁথী হইতে পাঠোদ্ধার করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

৪। শ্রীশ্রী নিতাই অদ্বৈত পদ মাপুরী

ভিক্ষা—বার টাকা

আলোচ্য গ্রন্থখানি পদাবলী গ্রন্থ হইতে বিভিন্ন পদকর্তার বিরচিত শ্রীল অদ্বৈত প্রভুর মহিমামূলক ৩৩টি পদ রহিয়াছে।

বিঃ দ্রঃ—শ্রীঅদ্বৈত বিলাস, কৃষ্ণ মিশ্র চরিত ও অপ্ৰকাশিত অদ্বৈত পার্শদ বিষয়ক গ্রন্থাবলীর সন্ধান প্রদান করে অদ্বৈত প্রভুর মহিমা প্রচারের সহায়ক হউন।

ঃ সম্পাদকীয় ঃ

জয় প্রভুসীতানাথ । বাহার অহৈতুকী করুণায় কলিপাপাহত জীব পরম
দয়াল শ্রীনিতাই গৌর জ সুন্দরকে লাভ করিয়াছে । গঙ্গাজল তুলসী দিয়ে
সুরধুনী ভীরে আবাহন করে নিতাই গৌরজসুন্দরকে প্রকট করাইয়া নামে
প্রেমে জগত ধনা করিয়াছেন—এই প্রেমলীলার বৈচিত্র্য পদকর্তা শ্রীকৃষ্ণ-
দাস পদাবলীর মাধ্যমে পরিস্ফুট করিয়াছেন ।

শান্তিপূরের বুড়ামালি বৈকুণ্ঠ বাগান বালি
করিয়া আনিল এক চারা ।

নিতাই মালিরে পায় চারা তার হাতে
যতনে রোপিতে কৈল নাড়া ॥

নদীয়া উত্তম স্থান তাহাতে করি উদ্যান
রোপিল চৈতন্য তরুমালী ।

বাড়ে তরু দিনে দিনে শাখা পত্র অগননে
গজাইল যত্ন জল ঢালী ॥

পাইয়া ভকতি জল নাম প্রেম দুই ফল
প্রসবিল সে তরু সুন্দর ।

সেই দুই ফলের আশে জীব পাখী নিত্য ভাসে
কোলাহল করে নিরন্তর ।

আনন্দ নিতাই মালী লইয়া মাথায় ডালী
দুই ফল সবারে বিলায় ॥

নাহি জাতি ভেদাভেদ সবার মিটল খেদ
ফলাস্বাদ সকলেতে পায় ।

ধর লও লও বলি আনন্দে নিতাই মালী
আচণ্ডালে ফল বিলাইল ॥

যেই চায় সেই পায় যেনা চাহে সেহ পায়
যবনে ও ফল আশ্বাদিল ॥

কি মোর করম ফেরে ফেরে না হেরিনু সে তরুরে
না চিনিবু সে মালী দয়াল ।

কৃষ্ণদাস ছরাশয়

দম্ভে তুন ধরি কয়

ধিক্ ধিক্ এ পোড়া কপাল ॥

এইভাবে শ্রীমদদ্বৈত প্রভু গোলকের গুণ প্রেমধন পৃথিবীতে আনিয়া
আচণ্ডালে বিতরন করিলেন । দেবতাকে আহ্বান করিয়া আনয়ন করতঃ
আবার বিসর্জন প্রদান করিলেন । অদ্বৈত কর্তৃক প্রেরিত গুজ্জার
তাৎপর্য ব্যাখ্যা বিষয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বর্ণন—

তথাহি—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত অঙ্কে ২৯ অধ্যায়—

প্রভু কহে আচার্য হয় পূজক প্রবল । আগম শাস্ত্রের বিধি বিধানে কুশল ॥

উপাসনা লাগি দেবের করে আবাহন ।

পূজা লাগি কত কাল করে নিরোধন ॥

পূজা নির্বাহ হৈলে পাছে করে বিসর্জন ।

তরজার না জানি অর্থ কিবা তার মন ॥

এ হেন পরম মহিমাধিত শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর মহিমে প্রভু অদ্বৈতের
শাস্তিপুর লীলা ও রাসোৎসব গ্রন্থখানি প্রণীত হইল । সুধী ভক্ত মণ্ডলী
আলোচ্য গ্রন্থ পাঠে শ্রীনিতাই গৌর আনা ঠাকুর অদ্বৈত প্রভুর প্রেম-
লীলা রস আশ্বাদন করুন ।

নিবেদক—

শ্রীশ্রীপ্রানকৃষ্ণ ভক্তিমন্দির

জগদ গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর শ্রীপাট

শ্রীচৈতন্য ডোবা, হালিসহর উত্তর ২৪ পরগনাকি

ইতি—

কিশোরী দাস

এইরূপে শ্রীগৌরগণাদেশ দীপিকা দি গ্রন্থের অভিপ্রায় উল্লেখ করিলাম। এক্ষণে শ্রীলাদৈত আচার্যের শিষ্য শ্রীহরিচরন দাসের লিখিত শ্রীঅদ্বৈত মঙ্গল, শ্রীদেবকীনন্দন দাসের লিখিত শ্রীঅদ্বৈতাদেশ দীপিকা ও শ্রীকানুদেব গোস্বামীকৃত শ্রীঅদ্বৈত স্বরূপামৃত গ্রন্থের বর্ণন প্রকাশ করিব। উক্ত গ্রন্থত্রয়ের সিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য রহিয়াছে। শোষোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে শ্রীলাদৈত আচার্যের পুত্রদ্বয় শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র ও শ্রীবলরাম মিশ্রের সিদ্ধান্তযুক্ত শ্লোকের অবতারণা করিয়া উভয়ে শ্রীসীতাদৈত তত্ত্বকে বিশেষভাবে পরিষ্কৃত করিয়াছেন।

শ্রীঅদ্বৈত মঙ্গল গ্রন্থে শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের নামকরণ প্রসঙ্গে জ্যোতির্বিদ উক্ত বাক্য—১ম অঃ ৪র্থ সংখ্যা—

কমলে জন্মিলা লক্ষ্মী তান ভর্তা ইনি।

কমলাকান্ত নাম এবে রাখিবা আপনি ॥

ভগবানের অদ্বিতীয় সর্ব শাস্ত্র কহে।

অদ্বৈত নাম তাহে বিখ্যাত যে হএ ॥

পূর্বজন্ম বাসুদেব বাসুদেব ঘরে।

এবে ত কমলাকান্ত জানিয তাহারে।

পূর্বজন্ম বাসুদেব নাম প্রকটিলা।

এবে ত কমলাকান্ত জানিয়া রাখিলা ॥

তথাহি—৪র্থ অবস্থা—১ম সংখ্যা—

”তাহাতে রাধিকার সখী স্বরূপ আমার।

সম্পূর্ণা মঞ্জরী নাম আছে সর্বাকার ॥

সখারূপে হই আমি উজ্জল নাম ধরি।

কৃষ্ণের সহিতে সখ্য ব্যবহার করি ॥

উজ্জল রস মূর্ত্তিমান আমি যে হইয়া।

রাধাকৃষ্ণ বিহার সহায় লাগিয়া” ॥

ইত্যাদি বচনের মাধ্যমে শ্রীল অদ্বৈত প্রভুকে বাসুদেবের পুত্র বাসুদেব, সম্পূর্ণামঞ্জরী ও উজ্জল সখারূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

শ্রীঅদ্বৈতোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থে শ্রীদেবকীনন্দন দাসের বর্ণন যথা।—

তথাহি—শ্রীবলরাম গোস্বামিনোক্তং—

অংশরূপে উজ্জলশ্চ কৃষ্ণ প্রাণপ্রিয়ঃ সখা ।

অদ্বৈতঃ শিবনামাব কৃষ্ণস্বাবতারো ভাষেৎ ॥

অস্ম্যর্থঃ—

পূর্ণতর সেই কৃষ্ণ বাসুদের রূপ ।

উজ্জল রূপ নাম ধরে অদ্বৈত স্বরূপ ॥

সদাশিব নাম সেই অভেদ শ্রীকৃষ্ণ ।

শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম সখা জানাগি সতৃষ্ণ ॥

প্রেমসী প্রধান লাগি উজ্জল স্বরূপ ।

উজ্জল রাসোমূর্তি হয়ে একরূপ ।

তথাহি শ্রীকৃষ্ণমিশ্র গোস্বামীনোক্তং—

পূর্ণতর গুনৈরেক শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বমূর্তয়ঃ ।

যবয়ো বহু সেবাস্তু সম্পূর্ণাতোষ্যাকারিনী ॥

কালো প্রথম সক্ষায়াং কুবেরালয় বিগ্রহে ॥

অস্ম্যর্থঃ—

পূর্ণতর গুণ করি কৃষ্ণ বলি যারে ।

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তিন জানিহ তাঁহারে ॥

ইংসা শক্তি দ্বারায় সেই সম্পূর্ণা মঞ্জরী ।

রাধাকৃষ্ণ সেবা করে একান্ত বিহারী ॥

সম্পূর্ণা মঞ্জরী নাম ধরে কুঞ্জ বনে ।

রাধিকা স্বরূপা হয় কনিষ্ঠা বিধানে ॥

রাধাকৃষ্ণ সেবা করে বিরলে বসিয়া ।

বিহার সময়ে সেই সেবা করে যাঞা ॥

কলির প্রথমে সেই সম্পূর্ণা মঞ্জরী ।

অদ্বৈত আচার্য্য প্রাকট হৈল অবতারী ॥

কুবের আচার্য্য পুত্র হইলা বিদিত ।

সেই কৃষ্ণ পূর্ণতর হইলা নিশ্চিত ॥”

শ্রীঅদ্বৈত স্বরূপামৃত গ্রন্থে সম্পূর্ণা মঞ্জরীর পরিচিতি যথা—

গুরু পরম্পরা সম্পূর্ণা মঞ্জরী খ্যাতা ।

রত্নভানু পিতা জয় কীর্ত্তি মাতা ॥

তর্কঃ সূকর্ণ নাম পতি স্ত্রীনাঃ ।

প্রেম সরোবর নিবাসিনী সঙ্কত স্থান ॥

সম্পূর্ণা মঞ্জরী নাম অদ্বৈত আখ্যানো

রাধিকার প্রাণসখী জানিহ বিধানো ॥

তন্ত্ৰা বয়সঃ—/১৩/১ ॥—

সাদ্ধি নয় মাসাবিধ ত্রয়োদশ বর্ষায়া ।

মাঘ মাস শুক্লা সপ্তমী ব্রজে প্রকটাবতার ॥

তুষ্ণ হেমবর্ণা বা নীলবস্ত্রা তাবুল সেবা ।

অদ্বৈত নাম প্রভু শুশ্রূষ দিবসে প্রকটাবতার ॥”

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের পত্নী শ্রীসীতা দেবীর তত্ত্ব যথা—

তথাহি—শ্রীগৌরগনোদ্দেশ দীপিকা—৮৬ শ্লোকঃ—

যোগমায়া ভগবতী গৃহিণী তন্ত্ৰ সাম্প্রভং ।

সীতারূপণাবতীর্ণা শ্রীনায়া তৎ প্রকাশতঃ ॥

(যোগমায়া ভগবতী অদ্বৈতের গৃহিনীরূপে অবতীর্ণ হইয়া-

ছিলেন এবং তাঁহার প্রকাশ নাম শ্রী ছিল ॥)

তথাহি—শ্রীঅদ্বৈত মঙ্গল—

“ব্রজলক্ষ্মী হয় গ্রহো পৌর্ণমাসী নাম ।

কনক সুন্দরী নাম কুঞ্জবন ধামে ॥”

তথাহি শ্রীঅদ্বৈতাদেশ দীপিকা—

“এক সময়ে কৃষ্ণ বিহার করিয়া ।

বিশ্রাম মরিলা কুঞ্জে শাস্তযুক্ত হৈয়া ॥

কৃষ্ণ কহেন শুন রাই মোর প্রাণপ্রিয়া ।
 তোমার সেবা করি আমি বিরল পাইয়া ॥
 রাধিকা কহেন তবে শুন রসরাজ ।
 তোমার সেবা করি আমি হইয়া প্রকাশ ॥
 সেই কালে ইচ্ছাশক্তি প্রকাশ করিলা ।
 'কনক সুন্দরী' নাম আত্মশক্তি হৈলা ॥
 আত্মশক্তি বলি রাধিকার জ্যেষ্ঠা সখী ।
 কনক সুন্দরী হৈয়া সেবা করে দেখি ॥
 রাধিকা প্রকাশ মূর্তি সীতা ঠাকুরাণী এবে ।
 কনক সুন্দরী নাম কহিলাম এবে ॥

... + +

কনক সুন্দরী রাধাকৃষ্ণ সেবা করে ।
 সীতা দেবী হয়ে অদ্বৈতের ঘরে ॥
 পৌর্ণমাসী রূপে করে রাধাকৃষ্ণ লীলা ।
 যোগমায়া রূপে সেই ব্রজে বত খেলা ॥
 যোগমায়া ভগবতি নাম আত্মশক্তি ।
 রাধিকার জ্যেষ্ঠা সখী পুরাণের উক্তি ॥
 শ্রীমৎ পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে ।
 অনেক প্রমাণ আছে সদাশিব সাথে ॥”

তথাহি—শ্রীঅদ্বৈত স্বরূপামৃত—

কুঞ্জ মধ্যে কনক সুন্দরী সীতা নাম তার ।
 ললিতাদি জ্যেষ্ঠ সখী মহিমা অপার ॥

তন্ত্ৰা রয়ঃ । ১৪/১৩ ॥ —

সার্কি ত্রয়োমাসাধিক চতুর্দশ বর্ষয়া ’

“ভাদ্র শুক্লা চতুর্থী দিবসে কলি প্রথম সন্ধ্যায়াং সীতা নামি প্রকটভুতা ॥”

এইভাবে শ্রীনাথদেব আচার্য্য মহাবিশু, গুণাবতার শঙ্কর ব্রজের উজ্জল
 সখা, পূর্ণতর কৃষ্ণ (বসুদেবনন্দন বাসুদেব), বিশাখা সখী ও সম্পূর্ণা মঞ্জরীর

একত্র মিলনে ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীগৌর-সুন্দরের প্রেমলীলার সহায় করিয়াছেন। আর আত্মশক্তি বোগমায়া ও কনক সুন্দরীর মিলনে শ্রীসীতাদেবী নামে শ্রীঅদ্বৈতাচাৰ্য্যের পত্নীরূপে শ্রীগৌরাজের লীলা পুষ্ট করিয়াছেন।

শান্তিপুৰে অদ্বৈত লীলা

শান্তিপুৰে শ্রীল অদ্বৈত আচাৰ্য্যের বৃদ্ধ পিতামহ শ্রীনরসিংহ আড়িয়াল ১৩৫৯ খৃষ্টাব্দে এসে বাস করেন। তিনি শান্তিপুৰ হইতে শ্রীহট্টের লাউড় ধামে গিয়া অবস্থান করেন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে শান্তিপুৰে আসিয়া বাস করিতেন তদবধি শান্তিপুৰে বাসগৃহ ছিল।

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাস=২৪ বিলাস

প্রভাকারের পুত্র নরসিংহ আড়িয়াল।

গনেশ রাজার মন্ত্রী লোকে ঘোষে সৰ্বকাল ॥

শান্তিপুৰে তাঁর আছিল বসতি।

তাঁর কন্যার বিবাহে হৈল কোপের উৎপত্তি ॥

শ্রীহটে লাউড়ে গিয়া করিল বসতি।

মধ্যে মধ্যে শান্তিপুৰে করে অবস্থিতি ॥

অদ্বৈত আচাৰ্য্যের বংশ বিবরণ যথা—

প্রেমবিলাসে—২৪ বিলাস

নারায়ন ভট্ট শান্তিল্য গোত্র চতুর্ধেদীহন।

তাঁর পুত্র আদি বরাহ জ্ঞানে সৰ্বজন ॥

তাঁরপুত্র বৈনোত্তর, সুবুদ্ধি তাঁর তনয়।

সুবুদ্ধির বিবুধেশ, তাঁর পুত্র গুহ হয় ॥

গুহের পুত্র গঙ্গাধর, তাঁর তনয় সুহাস ।
 তাঁর পুত্র শাকুনি যাঁর সৰ্ব্ব শাস্ত্রাভ্যাস ॥
 তাঁর পুত্র আকাশ বানী, আকাই অম্ব নাম ।
 তাঁর পুত্র নারায়ন পঞ্চতপা হন ॥
 তাঁর পুত্র হয় অগ্নি হোত্রী বর্দ্ধমান ।
 তাঁর পুত্র পৃথ্বীধর কুলপতি হয় ॥
 তাঁর পুত্র শরৎ আচার্য্য আর নাম মাড়ড়া কয় ।
 শরৎ আচার্য্যের পুত্র মণ্ড ওয়া হয় ॥
 আর নাম মাতঙ্গ ওয়া জানিহ নিশ্চয় ।
 মাতঙ্গের পুত্র জিন্মনি, আর জৈমনী নাম ॥
 তাঁর পুত্র ভাস্কর বৈদাস্তিক বড়ই বিদ্বান ।
 তাঁহা হৈতে বারেন্দ্র গনি, ভিহো পণ্ডিত প্রধান ।
 যজ্ঞভ সভায় তাঁর পুত্র পৌত্র শোণীয় কুলীন ॥
 ভাস্কর পুত্র সায়েন আচার্য্য মহাশয় ।
 তাঁর পুত্র আড়ো ওয়া, আক্কনি যারে কয় ॥
 আড়োর পুত্র যজ্ঞ নাথ পণ্ডিত মহাশয় ।
 তাঁর পুত্র শ্রীপতি সুপণ্ডিত হয় ॥
 তাঁর কুলপতি: তাঁর পুত্র ঈশান ।
 তাঁর পুত্র বিভাকর, তাঁর পুত্র প্রভাকর নাম ॥
 প্রভাকরের পুত্র নরসিংহ নাড়িয়াল ।

নরসিংহ নাড়িয়াল নড় লীও কয় ।
 নাড়িয়াল, নাউড়িয়াল নাড়লী একই অর্থ হয় ।
 নরসিংহের পুত্র কন্দৰ্প—সারঙ্গ—বিদ্যাধর ॥
 মহাদেব—নারায়ন—পূরন্দর—গঙ্গাধর ।
 সাত পুত্র মধ্যে বিদ্যাধর গুনবান ।
 বিদ্যাধরের পুত্র ছকড়ি পণ্ডিত মতিমান ॥
 তাঁর পুত্র কুবের আর নীলাশ্বর আচার্য্য ।
 কুবের পুত্র কমলাঙ্গ অদ্বৈত আচার্য্য ॥

লাউড়ের অধিপতি রাজা দিব্য সিংহ ।
 রাজ পণ্ডিত হয় তেঁহ রাজা করে স্নেহ ॥
 রাজ ধানীর দ্বার পণ্ডিতের কার্য্য করে ।
 নবগ্রামে বিহরয়ে আনন্দ অন্তরে ॥
 ক্রমেএয়ে ছয় পুত্র ত্রক কন্যা হৈল ।
 চারিপুত্র ত্রক কন্যা অন্তর্দান কৈল ॥

অদ্বৈত প্রভুর পিতা কুবের পণ্ডিত অপত্য বিরহে বিরহান্বিত হইয়া শাস্তিপুরে
 আসিলে লাভা দেবী গর্ভবতীহন । তারপর রাজার আস্থানে লাউড়ে গমন
 করিলে তথায় অদ্বৈত প্রভুর জন্ম হয় । অদ্বৈত প্রভু দ্বাদশ বৎসর বয়সে
 লাউড় হইতে শাস্তিপুরে আগমন করেন ।

তথাহি—অদ্বৈত প্রকাশ - ২ অধ্যায়

দ্বাদশ বর্ষ বয়স্ক্রে শাস্তিপুরে গেলা । বড়র্শন গাত্র ক্রমে পড়িতে লাগিলা ॥
 এদিকে পিতামাতা পুত্র অদর্শনে ব্যাকুলিত হইলেন । তারপর পিতামাতা
 স্বপ্নাদীষ্ট হইতে নৌকাযোগে লাউড় হইতে শাস্তিপুরে পুত্র সমীপে আসেন
 তারপর পুত্রকে চারিবেদ অধ্যয়নের জন্ত পূর্ণবাটী গ্রামে শাস্ত বেদান্ত বাগীশ
 সমীপে প্রেরন করেন ।

তথাহি—অদ্বৈত মঙ্গল

ফুলবাটী গ্রাম হয় শাস্তিপুর সমীপে ।
 শাস্ত নামে বিপ্ররহে বিদ্যার প্রতাপে ॥
 বহুত শিষ্য পড়াভেন বসি গঙ্গাতীরে ।
 পণ্ডিত প্রকাশ করি ভক্তির বিচারে ॥

অদ্বৈত প্রভু শাস্তাচার্য্য সমীপে অধ্যয়ন করিতে আসিয়া প্রভূত আপ্রাকৃত
 লীলা করেন ।

তথাহি—শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশে

ত্রকদিন শুন ত্রক অদ্ভুত কথন ।
 স্নানে গেলা শাস্তদ্বিজ লঞা ছাত্রগন ॥

গঙ্গা সহ লগ্ন আছে ত্রক বিল ।
 কণ্টকাদি হয় তাঁহি অগাধ সলিল ॥
 তার মাঝে ত্রকাদ্য দেখিতে সুন্দর ।
 তাহার সদগন্ধে পূর্ণ দিগদিগন্তর ॥
 কাল সর্পগণ তাঁহা করয়ে বিহার ।
 সেই পদ্ম আনিবারে শক্তি কাহার ॥
 বেদান্ত বাগীশ হাসি কহে ছাত্রগণে ।
 কেবা শক্তি ধরে এই কমল চয়নে ॥
 পড়িয়াগণে কহে আনিবারে সাধ্য নাঞি ।
 প্রভু কহে আজ্ঞা পাইলে মুই না ডরাঞি ॥
 দ্বিজ কহে কণ্টক ইথে আর আছে সর্প ।
 এই সুহৃৎগমে বাইতেনা করিহ দর্প ॥
 এত শুনি প্রভু মনে ঈষদ্ হাসিয়া ।
 পদে পদে পদ দিয়া চলিলাধাঞিয়া ॥
 সেই প্রফুল্লিত পদ্ম করিয়া চয়ন ।
 ভক্তি করি গুরুদেবে করিলা অর্পণ ॥”

এইভাবে ফুলবাটী গ্রামে শান্তাচার্য্য স্থানে বিজ্ঞা অধ্যয়ন রঞ্জে প্রভু
 শ্রীঅদ্বৈত এই অপ্রাকৃত লীলা করিলেন । লাউড়ের রাজা দিব্যসিংহ
 রাজ্যত্যাগ করিয়া শান্তিপূরে আগমন করতঃ অদ্বৈত প্রভু স্থানে দীক্ষাদি
 গ্রহণ করিয়া ফুলবাটী গ্রামে গিয়া বাস করেন ।

তথাহি—শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশে—৬ষ্ঠ অধ্যায়ে—

“কৃষ্ণদাস কহে তুঁহু দয়ার সাগর । মো পাবণ্ডে উদ্ধারিলা বড় চমৎকার ॥
 এবে আজ্ঞা কর মোর বিরলেতে যাও । কৃষ্ণনাম জপি সদা পরাণ জুড়াও ॥
 এত কহি সুরধনী ভীরে উত্তারিয়া । কিছুদিন বাস কৈলা ঝুপড়ী বাকিয়া ॥

বহু পুষ্পোত্তানে সুশোভিত কৈলা বাটী ॥”

তদবধি গ্রামের নাম হৈল ফুলবাটী ॥”

অদ্বৈত প্রভু রাজা দিব্যসিংহের নাম কৃষ্ণদাস রাখেন। কৃষ্ণদাস এই কুঞ্জবাটী গ্রামে ১৪০৯ শকাব্দে শ্রীবালালীলাসূত্র নামক গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচনা করিয়া অদ্বৈত প্রভুর বাল্যকাল হইতে লীলা কাহিনী জগতে প্রচার করেন।

কৃষ্ণদাসের কুঞ্জবাটী হইতে পুষ্প আনিয়া নিত্য অদ্বৈত প্রভু অর্চন করিতেন।

তথাহি—শ্রীঅদ্বৈত মঙ্গল—

কুঞ্জবাটী গ্রাম হয় প্রভুর পুষ্পোজ্জ্বল।

শূল কমল নিত্য আইসে হইয়ে যেন জ্ঞান ॥

কৃষ্ণদাস আনিধরে প্রভুর দক্ষিণে।

ত্রকে ত্রকে ধরি প্রভু দেন গঙ্গা জলে ॥

কিছুদিন পরে কুবের পণ্ডিত স্বস্ত্রীক অন্তর্দান করিলে অদ্বৈত প্রভু পিতৃ-মাতৃশ্রাদ্ধাদি করতঃ তীর্থ ভ্রমণে চলিলেন। শ্রীধামরুদ্ধাবনে স্বপ্নাদীষ্ট হইয়া কুঞ্জার সেবিত শ্রীমদন মোহনকে প্রকট করেন কিছুদিন পরে স্বপ্নাদেশে শ্রীমদন মোহনকে চৌবের হস্তে প্রদান করিয়া নিকুঞ্জবন হইতে বিশাখা-নির্মিত চিত্রপট ও গণ্ডকী নদী হইতে শালগ্রাম শিলামূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া শাস্তিপুরে আগমন করেন।

কতদিনে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুৰী আগমন করিলে তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করতঃ তাঁহার নির্দেশে অদ্বৈত প্রভু শ্রীরাধিকার চিত্রপট নির্মান করিয়া জগতে গোপী অনুগত যুগল কিশোরের সেবা প্রবর্ত্তন করেন। তারপর অদ্বৈত প্রভু গঙ্গাভীরে বসিয়া গঙ্গাজল তুলসী যোগে গোলোক বিহারী শ্রীকৃষ্ণের আরাধনায় ব্রতী হইলেন। তথায় ত্রেতাযুগের ত্রকটি তুলসী রক্ষ ছিল। তাহার তলায় বসিয়া শাস্ত্র ব্যাখ্যা ও তপস্যা আবিস্ত করিলেন।

তথাহি—শ্রীঅদ্বৈত মঙ্গল—

তবে পুনঃ আইলা প্রভু শ্রীশাস্তিপুৰ।

তুলসী পিণ্ডি বাঁধি তপস্যা প্রচুর ॥

তুলসী তলাতে বসি ভাগবত পাঠ ।
 শত শত লোক বৈসে তুলসী চারি বাট ॥
 ত্রেতাযুগের তুলসী সেই বড়ই প্রাচীন ।
 পত্র পুষ্প হত তাঁর নিত্য নবীন ॥
 অগন্ধি পুষ্পেতে নিত্য তুলসী পূজন ।
 গঙ্গা তুলসী লয়ে প্রভুর সেবন ॥

অদ্বৈতপ্রভু এইভাবে শান্তিপুৰে অবস্থান করিয়া আদিসপ্তগ্রামের নারায়ণ
 পুর বাসী নৃসিংহ ভাঙ্কড়ীর কন্যা শ্রীও সীতা দেবীকে বিবাহ করেন । নৃসিংহ
 ভাঙ্কড়ীশ্রীও সীতা নামক কন্যাদয় লইয়া ফুলিয়ার ঘাটে নৌকা ভিড়াইয়া
 অবস্থান করেন এবং তথায় বিবাহ কর্মা অনুষ্ঠিত হয় ॥

তথাহি—শ্রীঅদ্বৈত মঙ্গলে
 গঙ্গাতীরে যাত্রা করি নৃসিংহ ভাঙ্কড়ী ।
 ফুলিয়ার ঘাটে আইলা মৃত্যু শঙ্কাকরি ॥

 ফুলিয়া ঘাটে গঙ্গাতীরে সমাজ করিলা ।
 সেইখানে কন্যাদান ভাঙ্কড়ী করিলা ॥
 বিবাহের ক্রিয়া শাস্ত্রে যে কিছুই হয় ।
 সেইখানে সকল করি ঘরে তবে যায় ॥

তারপর শ্রীগৌরাজের অবতার কারনে তপস্যায় ত্রতী হইলেন ।

তথাহি—শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশে—১০ অধ্যায়
 একদিন শ্রীঅদ্বৈত গঙ্গাস্নান করি ।
 হৃদয় করয়ে ঘন বলি হরি হরি ॥
 মনে ভাবে কবে উদয় হইবে গৌরাজ ।
 দেহ প্রান জুড়াইবাও পাণ্ডা তার সঙ্গ ॥
 তবে গাঢ় নিষ্ঠায় পুষ্প তুলসীর দল ।
 কৃষ্ণ পাদোদ্দেশে দিলা আর গঙ্গা জল ॥

আচার্য্য ভঙ্গারে কুঙ্কর উৎকণ্ঠিত মন ।

এক পুষ্পাঞ্জলি ইচ্ছায় কৈলা আকর্ষন ॥

পুষ্পাঞ্জলি উজাই ত দেখি সীতানাথ ।

কৃষ্ণ কৃপা মানি ধাত্রী চলে তারসাথ ॥

অদ্বৈত পুষ্পাঞ্জলীর পশ্চাৎ ধারন করিয়া দেখিলেন নবদ্বীপের ঘাটে স্নানরত শচীদেবীর অঙ্গে স্পর্শ হইল । তখনই ভারিলেন শচীর গর্ভেই আমার প্রভুর আবির্ভাব ঘটিবে । বাহা হউক অদ্বৈতের প্রণামে অষ্টমগর্ভ গাত ঘটিল । নবমে বিশ্বরূপের আবির্ভাব দশমে শ্রীগৌর সুন্দরের আবির্ভাব । শ্রীগৌরাজের আবির্ভাব কারনে অদ্বৈতাচার্য্যের ভূপস্যার স্বরূপটি বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাঁহার পদের মধ্যমে বর্ণন করিয়াছেন—

জয়জয় অদ্বৈত

সো পছঁ অদ্বৈত

সুরধুনী সন্নিধানে ।

অঁখি মুদি রাহে

প্রেম নদী বাহে

বসন তিতিল ঘামে ॥

নিজ পছঁ মনে

ঘন গর জনে

উঠে জোরে জোরে লক্ষ ।

ডাকে বাহু তুলি

কাঁদে ফুলি ফুলি

দেহে বিপরীত কম্প ॥

অদ্বৈত ভঙ্গারে

সুরধুনীতীরে

আইলা নাগর রাজ ।

জয় সীতানাথ

করল বে কত

নন্দরে নন্দনহরি ॥

কহে বৃন্দাবন

অদ্বৈত চরন

হিয়ার মাঝারে ধরি ।

এতদ্বিষয়ে পদকর্তা হরে কৃষ্ণ দাসের বর্ণন—

জয় সীতানাথ

আচার্য্য অদ্বৈত

শাস্তিপুরগ্রামে বাস ।

স্নান করি নিতি	তীরে ভাগীরথী
মনে করি অভিলাষ ॥	
দেই গজাজলে	পরম নির্মল
বারি ভরি বারে বার ।	
করে আকর্ষন	শ্রীমদ নন্দন
হবে গোরা অবতার ॥	
তুলসী মঞ্জরী	করাঙ্গুলে ধরি
উঁহে করে সমর্পন ।	
পুষ্পে পূরিত	লোচন মুদিত
হৈয়া আনন্দিত মন ॥	
হরে কৃষ্ণ ভনে	অদ্বৈত কারনে
চৈতন্য প্রকট লীলা ।	
দেখ সর্বজনে	সঙ্গে ভক্তগন

গেরাজ টাঁদের মেলা ॥

শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর শ্রীগৌর আরাধনার ক্রম অদ্বৈত প্রকাশের দশম অধ্যায়ের
বর্ণন—

একদিন প্রভু বসি গঙ্গার গহ্বরে ।
তুলসী চন্দন পুষ্পে কৃষ্ণে পূজাকরে ॥
গঙ্গাতে কৃষ্ণে মূর্তি আরোপ করিয়া ।
তিন পুষ্পাঞ্জলী গঙ্গায় দিল ভাসাইয়া ॥
কৃষ্ণেচ্ছায়ে পুষ্পাঞ্জলী যায় দ্রুতগতি ।
পূর্বমতে শচীদেবীর অঙ্গে কৈলা স্থিতি ॥

তাহা দেখি হৈল প্রভুর দিব্য প্রেমাকার ।
গৌরহরি বলি ঘন ছাড়য়ে ছফার ॥

কতদিনে শ্রীগৌরানন্দ দেব প্রকট হইয়া লীলারাজে এই স্থানে আগমন করতঃ
সপার্বদ বহু লীলা করিয়াছেন । বাল্যে মহাপ্রভু তখনে বিদ্যাবিলাস

করিয়াছেন। পরবর্তী সংকীৰ্ত্তন বিলাস কালে সন্ন্যাস গ্রহণের, পর ব্রন্দাবন যাত্রা উদ্দেশ্যে আগমন কালে আগমন ও প্রত্যাবর্তন পথে প্রভু শান্তিপুরে অবস্থান করিয়া অত্যদ্ভুত লীলার প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী পাদের আরাধনা মহোৎসবে অষ্টৈত্ত আচার্য্যর অতুল ঐশ্বৰ্য্যের মহিমা ক্রীমন্মহাপ্রভু নিজস্ব প্রশংসা করিয়াছেন। আর শান্তিপুরে অষ্টৈত্ত গৃহে ভোজন লীলা কালীন নিত্যানন্দ ও অষ্টৈত্তের প্রেম কনহ লীলা কে না বিদিত আছেন।

এখানে প্রভু সীতানাথ পৌৰ্ণ মাসী স্বরূপা শ্রী ও সীতা দেবী নামক পত্নীদ্বয় সমভিষ্যবহারে প্রকট বিলাস করিয়াছেন। আর হরিদাস ঠাকুর যছনন্দন আচার্য্য শ্যামদাসাদি প্রিয় পার্বদ বর্গের সহিত প্রভু সীতানাথ বহু অপ্রাকৃত লীলা করিয়াছেন। এখানে যচ্চানন্দ, কৃষ্ণমিশ্র, গোপাল, বলরামাদি আচার্য্য পুত্রগণের প্রকট ভূমি আর এখানে শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র পুত্র রঘুনাথ ও দোল গোবিন্দের আবির্ভাব ঘটে। এইখানে প্রভু সীতানাথ নিজ প্রানধন ক্রীরাধামদন গোপালদেবে অন্তর্দান করিয়া প্রকট লীলা বিহার সম্বরন করেন।

তথাহি—শ্রীঅষ্টৈত্ত প্রকাশে—

শ্রীঅচ্যুত কৃষ্ণমিশ্র গোপাল ঠাকুর।

প্রভু বীরচন্দ্র নরহরি রসপুরে ॥

গৌরীদাস পণ্ডিত আর পণ্ডিত দামোদর।

সাত্তজন নৃত্য করে অতি মনোহর ॥

গৌরগুন শুনি প্রভুর প্রেম উথলিল।

সংকীৰ্ত্তন মধ্যে আসি নাচিতে লাগিল ॥

✽

✽

✽

তবে প্রভু কহে এই পাইনু গৌরানন্দ।

কদম্ব কুমুম সম হৈল তান অঙ্গ ॥

ইষ্ঠাৎ মদন গোপাল শ্রীমন্দিরে গেলা ।

প্রাকৃত জনের প্রভু অগোচর হৈলা ॥

শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর অন্তর্দ্বানের পর প্রভু অচ্যুতানন্দ মহামহোৎসব অনুষ্ঠান করেন ।

শ্রীমদদ্বৈত প্রভু অন্তর্দ্বানের পূর্বে মধ্যম পুত্র শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রের উপর শ্রীমদন গোপালের সেবার দায়িত্ব প্রদান করেন ।

তথাহি—অদ্বৈত প্রকাশ—২০ অধ্যায়

ভবে অদ্বৈত কহে কৃষ্ণমিশ্র প্রতি ।

মদন গোপাল হয় মোর প্রানপতি ॥

ভক্তিভাবে নিতি তানে করিহ সেবন ।

বহিমুখে নাহি দিবা করিতে পূজন ॥

শান্তিপুরের রাসোৎসব

শান্তিপুরের রাসোৎসবের প্রবর্তক শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর পুত্রপৌত্র মথুরেশ গোস্বামী । মথুরেশ গোস্বামীর জ্যেষ্ঠ পুত্র রাঘবেন্দ্রের বংশধরগনই বড় গোস্বামী নামে খ্যাত । বড় গোস্বামী বাড়ীর শ্রীবিগ্রহ শ্রীরাধারমন প্রাকট বিষয়ে শ্রীমন্দিরের বেদীতে উল্লিখিত বিষয়—

পুন্যক্ষেত্র পুরীধামে শ্রীদোল গোবিন্দ ।

বিরাজিল কতকাল বিত্তরি আনন্দ ॥

বসন্তরায়ের প্রেমে যশোরাগমন ।

যবে মানসিংহ করে রাজ্য আক্রমণ ॥

শ্রীঅদ্বৈত পুত্রপৌত্র মথুরেশ মহামতি ।

আনিলেন শান্তিপুরে মোহন মুরতি ॥

জীবেরে করুণা করি শ্রীরাধারমন।

শ্রীরাসবিহারী রূপে দিলেন দরশন॥

শ্রীদোল গোবিন্দ নাম একক শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি উড়িষ্যার রাজা ইন্দ্রহায় পুরীধামে স্থাপন করেন। যশোহর রাজা প্রতাপাদিত্য তাঁর খুল্লতা বসন্ত রায়ের আদেশে পুরী হইতে শ্রীদোলগোবিন্দ যশোহরে আনিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। মথুরেশ গোস্বামী এই শ্রীবিগ্রহের পূর্বোহিতের গুরু দিলেন। মানসিংহ যশোহর আক্রমণ করিলে মথুরেশ গোস্বামী উক্ত বিগ্রহ শাস্তিপুরে নিজভবনে আনিয়া শ্রীরাধারমন নামে প্রতিষ্ঠা করেন। পরে নদীয়া রাজের সাহচর্যে শ্রীরাধিকা বিগ্রহ স্থাপিত হয়।

রাঘবেন্দ্রের পুত্র বিষ্ণুদেব রামভক্ত হওয়ায় শ্রীরঘুনাথের মূর্ত্তি স্থাপন করেন। রাঘবেন্দ্রের অপর পুত্র কঁালচাঁদের তৃতীয় অধস্তন কৃষ্ণ কুমার গোস্বামী শ্রীমন্নহাপ্রভুর ষড়ভুজ মূর্ত্তি স্থাপন করেন।

মথুরেশ গোস্বামীর দ্বিতীয় পুত্র ঘনশ্যাম হইতেই গোস্বামী বা হাট খোলা গোস্বামীর শাখার উৎপত্তি। এখান ঘন শ্যামের প্রতিষ্ঠিত কষ্টি পাথরের শ্রীরাধাবিনোদ বিগ্রহ, কাঠের গোকুল চাঁদ বিগ্রহাদি বিদ্যমান।

মথুরেশ গোস্বামীর কনিষ্ঠ পুত্র রামেশ্বরের বংশধরগণ “ছোট চাক ফেরা” গোস্বামী নামে পরিচিত। এই স্থানকে সীতানথের বাটি বলা হয়। রামেশ্বর শ্রীরাধাবল্লভ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। বাসের সময় এই শ্রীবিগ্রহকে মধ্যস্থলে রেখে এক গোলাকার কাঠের চাকার প্রান্তে স্থাপিত জোড়ায় জোড়ায় গোপ গেপিনী মূর্ত্তি পরম্পরের হাত ধরে ঘুরতে থাকেন বলে তাঁহাদের নাম হয় চাকফেরা। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ইহাদের সমীপে রহিয়াছে।

রামেশ্বরের কনিষ্ঠ পুত্র সন্তোষের বংশধরগণকে “বাঁশ বুনিয়া গোস্বামী” বলা হয়। শ্রীশ্যাম সুন্দর ও শ্রী গৌর নিতাই বিগ্রহ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীমদনগোপাল বা গোসাঁই গোবিন্দ অদ্বৈত প্রভু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ইহা অদ্বৈত প্রভুর স্বপ্নাদীষ্ট বিগ্রহ ও কাঠের নিৰ্ম্মিত। এই সেবা অদ্বৈত প্রভু তাঁহার মধ্যম পুত্র শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রকে অর্পন করেন।

অদ্বৈত প্রভুর পৌত্র কুমুদানন্দের বংশধরগন আউলিয়া বা পাগলা গোস্বামীর বাড়ীর গোস্বামীগণ। নদীয়া রাজার প্রদত্ত সম্পত্তি ও সনদ প্রত্যাখ্যান বা বিনষ্ট করার জন্যই আউলিয়া নাম হয়। ত্রখানে শ্রীকৃষ্ণ রায় ও শ্রীকেশব রায় বিগ্রহ সেবিত হইতেন।

অদ্বৈত প্রভুর পৌত্র দেবকীনন্দনের বংশধরই “আতোবুনিয়া” গোস্বামী নামে পরিচিত। ইহাদিগকে বকুল তলা গোস্বামী বলা হয়। প্রখ্যাত বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী এই বংশের সন্তান। এখানে শ্রীশ্যাম স্কন্দের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত।

বাবলা শাস্তিপুর বেলষ্টেশন হইতে ত্রক মাইল দূরে অবস্থিত। ত্রখানে অদ্বৈত প্রভুর সাধন পীঠ বলা হয়। ত্রখানে অদ্বৈত প্রভুর বংশধর শ্রীবিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী ত্রকনা সর্কীর্তন সহকারে বাবলা পাট এলে ত্রকটি কুকুরের ইজিতে খনন কার্য্য করিয়া “কমলাক্ষ” নামাক্তিত পাছকাড়য় ও কমণ্ডলু প্রাপ্ত হন। সেইগুলি অদ্বৈত প্রভুর আসন বেদীতে প্রোথিত রহিয়াছে। ত্রখানে সীতানাথ দাস নামক ত্রক শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব তিষ্কালক্ক অর্থে শ্রীমন্দির নিৰ্ম্মান করিয়া নিত্য সেবা প্রচলন করেন।

শ্রীঅদ্বৈতের জীবন কাল বিবরণ

অদ্বৈতের আপির্ভব ও অধ্যয়ন

অদ্বৈত প্রকাশ—১০ অধ্যায়

তবে সাধিব লাভা দেবীর দশ মাস গেলা।

মাঘী সপ্তমীতে প্রভু প্রাকট হইলা ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীঅবির্ভাব কালে

অহে বিভু গাজ দ্বিপকাশ বর্ষ হৈল ।

তুয়া লাগি ধরা ধামে এ দাস আইল ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মকালে অদ্বৈত প্রভুর বাহান্ন বৎসর বয়স হওয়ায় ১৪০৭-

৫২—১৩৫৫ শকাব্দের মাঘী সপ্তমীতে অদ্বৈত প্রভুর অবির্ভাব

শ্রী অদ্বৈত মঙ্গল—১ অবস্থা—”পঞ্চরৎসরের কালে হাতে খড়ি দিলা,”

অদ্বৈত প্রকাশ—২ অধ্যায়

শ্রুতি ধর প্রভু পাড়ে কলাপ ব্যাকরন ।

দৃষ্টি মাত্র শিখে সূত্র অর্থ বিবরন ॥

তিন বৎসরেতে গ্রন্থ সমাপ্ত করিলা ।

শ্রী অদ্বৈত পাড়ে তবে সাহিত্যাভিধান ॥

অলঙ্কার জ্যোতিষাদি কৈল সমাধান ।

দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমে শাস্তিপুরে গেলা ।

ষড়দর্শন শাস্ত্র ক্রমে পড়িতে লাগিলা ॥

অদ্বৈত প্রভু লাউড় ধামে ব্যাকরন, সাহিত্য, অভিধান, অলঙ্কার ও

জ্যোতিষাদি অধ্যয়ন শেষ করিয়া দ্বাদশ বর্ষ বয়সে অর্থাৎ ১৩৫৫-১২—

১৩৬৭ শকাব্দে শাস্তিপুরে আগমন করতঃ ষড়দর্শন অধ্যয়ন করেন, তৎপরে

জাঁহার পিতা কুবের পণ্ডিত, মাতা লাভাদেবী শাস্তিপুরে আগমন করেন ।

শ্রী অদ্বৈত প্রকাশ—৩ অধ্যায়

কুবের কহে বাছা কিবা করিলা পঠন ।

প্রভুকহে ষড়দর্শন সমাপ্তোপক্রম ॥

কুবের কহে পড়ত্বে বেদ চারিখান ।

অবশ্য পাইবা তাহে ব্রহ্মানু সন্ধান ॥

মনুবা লীলাতে প্রভু শ্রুতিধর হয় ।

বর্ষদ্বয়ে বেদশাস্ত্র পাড়ে সমুদয় ॥

অদ্বৈত প্রভু পূর্ণবাটী গ্রামে শাস্ত্রবেদান্ত বাগীশ সমীপে বেদ অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া পিতামাতা সমীপে আসেন। পিতা মাতার ত্রকবর্ষ সেবা করার পর পিতামাতার অন্তর্কানে তীর্থ ভ্রমণে গমন করেন, অত্র গয়াধামে পিণ্ডদান করিয়া তীর্থ ভ্রমণ অন্তে মদন গোপাল প্রকট করেন পরে বিশাখার নিম্নিত চিত্রপট লইয়া শাস্তিপুরে আগমন করেন। শ্রীরম্ভাবনে শ্রীমদন গোপাল প্রকট বিবয়ে অদ্বৈত মঞ্জল গ্রন্থের তৃতীয় অবস্থার বর্ণন—

যেমাতে মদন গোপাল তুমি প্রকট করিলা ।

মোরে আজ্ঞা করি গোপাল প্রকট হইলা ॥

১৩৯২ শকাব্দে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী শ্রীগোপাল দেবকে প্রকট করায় তাঁহার পূর্বে অদ্বৈত প্রভু শ্রীমদন গোপাল কে প্রকট করেন। প্রভু নিত্যানন্দের জন্ম দিবসেই মাধবেন্দ্র পুরীসহ অদ্বৈতের শাস্তিপুরে সাক্ষাৎ ঘটে।

শ্রীগৌরাজ বিজয়ে—

যে দিবসে অদ্বৈতের সাথ দরশন ।

সে দিবসে নিত্যানন্দ লভিল জনম্ ॥

১৩৯৫ শকাব্দে প্রভু নিত্যানন্দের আবির্ভাব ঘটায় ১৩৯৫ শকাব্দে মাধবেন্দ্র পুরী চন্দন উদ্দেশ্যে নীলাচল গমন পথে শাস্তিপুরে আগমন করতঃ অদ্বৈত প্রভুকে দীক্ষা প্রদান করেন। মহাপ্রভুর জন্মকালীন সীতা ঠাকুরানীর আগমন পরিলক্ষিত হওয়ায় ১৪০৭ শকাব্দের পূর্বে অদ্বৈত প্রভু বিবাহ হয়।

॥ পুত্র গণের আবির্ভাব ॥

চৌদশত চৌদ শকের বৈশাখী পূর্ণিমা ।

দেব পক্ষ মধ্যে বড় বাহার মহিমা ॥

সেইদিন সীতাদেবী পুত্র প্রসবিলা।

চৌদশত অষ্টাদশ শক অবশেষে ॥

মধুমাসে কৃষ্ণ ত্রয়োদশী নিশি শেষে ।

প্রসবিলা সীতা দেবী অপূর্ব কুমার ॥

চৌদ্দশত বাইশ শকের কাঙ্ক্ষিতকালে ।

সীতা পুসবিলা শুক্লা দ্বাদশীতে ॥

তবে চৌদ্দশত ত্রিশ শকে জ্যৈষ্ঠ মাসে ।

সীতার সমজ পুত্র তাহে পরকাশে ॥

১৪১৪ শকে অচ্যুতানন্দ, ১৪১৮ শকে শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র । ১৪২২ শকে
শ্রীগোপাল, ১৪২৬ শকে বলরাম, ১৪৩০ শকে স্বরূপ ও জগদীশের
আবির্ভাব ঘটে ।

অদ্বৈতের অন্তর্দ্বন্দ্ব বিবয়ে অদ্বৈত প্রকাশের ২২ অধ্যায়ের বর্ণন—

তবে পুত্রু কহে ত্রি পাইনু গৌরাজ ।

কদম্ব কুসুম সব হৈল তান অঙ্গ ॥

হঠাৎ মদন গোপালের হ্রীমন্দিরে গেলা ।

প্রাকৃত জনের পুত্রু আগোচর হৈলা ॥

সওয়া শতবর্ষ প্রভু রহি ধরা ধামে ।

অনন্ত অর্কুদ লীলা কৈলা যথা ক্রমে ॥

১৩৫৫*১২৫—১৪৮০ শকান্দে অদ্বৈত পুত্রু লীলা সম্বরণ করেন ।

শ্রীল অদ্বৈত প্রভুর জীবন কাহিনী

কলিযুগপাবন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা প্রকাশের পূর্বাভাষে
যিনি জীবভাগ্যাকাশে সহস্র সূর্য্য সদৃশ তেজরাশী ধারণে আবির্ভূত হইয়া
অনির্মল প্রেম বৈভব প্রকাশ করতঃ ত্রিভুবন মোহিত করিয়াছিলেন, আর

অশক্তি প্রভাবে গোলক হইতে ত্রিভুবনারাধ্য প্রোমের ঠাকুর শ্রীশ্রীনিভাই গৌরাজ দেবকে আকর্ষণ করিয়া ধরাধামে প্রকট করাইয়াছিলেন, সেই পরম দয়াল শাস্তিপুর-নাথ শ্রীমদদ্বৈত আচার্য্যর অলৌকিক মহিমা কাহারই বা অবিদিত রহিয়াছে। গুণাবতার সদাশিব, ব্রজের উজ্জল সখা, পূর্ণতর কৃষ্ণ (বল্লুদেবের পুত্র), বিশাখা ও নম্পূর্ণা মঞ্জরী একত্রে মিলিত হইয়া লীলার কারণে শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্যরূপে প্রকট হইয়াছেন। তিনি দাস্ত্র ও সখ্য-রসাত্মকে শ্রীগৌর প্রেম আশ্বাদন করতঃ জগত ধন্য করিয়াছেন। অনাদির আদি গোবিন্দ স্বীয় প্রেমলীলারস তাৎপর্য্যের ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য ভেদে পূর্ণ, পূর্ণতর, পূর্ণতম তথা দ্বারকাখ্যা, মথুরাখ্যা, গোকুলাখ্যা স্বরূপে চিরন্তন লীলা বিলাস করিতেছেন। এতদ্বিধে শ্রীঅদ্বৈত মঙ্গল বাক্য যথা

“পূর্ণতম লীলা কৃষ্ণ ব্রজে যে বিহরে।

পূর্ণতর হইয়া চলে মথুরানগরে ॥

পূর্ণতম ব্রজে কৃষ্ণ পরিকর পূর্ণতম।

পূর্ণতর মথুরা পূর্ণ দ্বারকা ভুবন ॥”

পূর্ণতর মথুরাখ্যা শ্রীকৃষ্ণই শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য।

১৩৫৫ শকাব্দে (১৪৩৩ খৃঃ) মাঘমাসে শুক্লা সপ্তমী তিথিতে শ্রীমদদ্বৈত প্রভু শ্রীহট্ট জেলায় লাউড় পরগণার অন্তর্গত নবগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম শ্রীকৃষ্ণের পণ্ডিত, মাতার নাম শ্রীলাভা দেবী কৃষ্ণের পণ্ডিতের সাতজন পুত্র-শ্রীকান্ত, লক্ষ্মীকান্ত, হরিহরানন্দ, সদাশিব, কুশল দাস, কীৰ্ত্তিচন্দ্র ও কমলাক্ষ প্রথম ছয় পুত্র তীর্থ পর্যাটনে গমন করিয়া চারিজন অন্তর্দ্বান করেন। অবশিষ্ট দুইজন প্রত্যাবর্তন করতঃ গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন করেন। কনিষ্ঠ পুত্র কমলাক্ষ শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য নামে জগতে প্রসিদ্ধ হন। কৃষ্ণের আচার্য্য শ্রীহট্ট জেলায় লাউড় ধামের অধিপতি দিব্য সিংহের দ্বার পণ্ডিতের কার্য্য করিতেন। রাজার সহিত তাঁহার প্রগাঢ় সখ্যভাব ছিল। শাস্তিপুরে কৃষ্ণের আচার্য্যের পিতৃ পুরুষগণের বাসভূমি ছিল। কৃষ্ণের আচার্য্যের প্রপিতামহ নরসিংহ নাড়িয়াল

গণেশ রাজার মন্ত্রী ছিলেন। তিনি নিজ কন্যার বিবাহে কোপের উৎপত্তি হওয়ায় শাস্তিপুর হইতে লাউড়ে গমন করেন। লাউড়ের রাজধানী নবগ্রামে কুবের আচার্য্যের ভবন ছিল। কুবের আচার্য্য চারি পুত্রের অদর্শনে বিরহাশ্রিত হইয়া শাস্তিপুরে আগমন করতঃ কিছুদিন অবস্থান করেন। সেইসময় পত্নী লাভা দেবী গর্ভবতী হন। তারপর রাজার আহ্বানে লাউড়ে গমন করেন। তথায় অদ্বৈত প্রভুর জন্ম হয়। অদ্বৈত প্রভুর বাল্য নাম কমলাক্ষ কমলাক্ষ বাল। খেলা ছলে প্রভূত অলৌকীক লীলার প্রকাশ করেন। একদিন লাভা দেবী পুত্র কমলাক্ষকে কোলে লইয়া শয়নে আছেন। সেই সময় পুত্রের অলৌকীক বিভূতি দর্শনে বিমোহিত হন। প্রাতঃকালে পুত্র জাগরিত হইলে মাতা সমস্ত ঘটনা বলিলেন। কমলাক্ষ মায়ের অভিলাষ পূরণ করিবার জন্ত সন্ধ্যাকালে সমস্ত তীর্থগণকে আহ্বান করিয়া পর্বতের উপর স্থাপন করিলেন। পর দিবস মাতাকে সেই তীর্থ জলে স্নান করাইলেন তীর্থ সকল বরণাকারে পর্বতের উপর বিরাজিত রহিলেন। সব সময় বরণা-কারঞ্জল ঝরিতে লাগিল। শত্ৰু ঘণ্টা উলুধ্বনি প্রদান করিলে প্রচুর পরিমাণে জল ঝরিতে থাকে। কমলাক্ষ মাতাকে জল মধ্যে সকল তীর্থের বর্ণ দর্শন করাইয়া স্নান করাইলেন। অত্যাপি তাহা পনাতীর্থ নামে বিখ্যাত। বারুণী যোগে স্নান করিলে মহাপুণ্য লাভ হইয়া থাকে। এইভাবে কমলাক্ষ লাউড়ধামে প্রভূত অলৌকীক লীলার প্রকাশ করিয়াছেন।

একদিন কমলাক্ষ রাজা দিব্য সিংহের পুত্রের সহিত খেলা করিতে করিতে নিকটবর্তী দেবী মন্দিরে উপনীত হইলেন। রাজপুত্র সশ্রদ্ধভাবে দেবীকে প্রণাম করিলেন। কিন্তু কমলাক্ষ প্রণাম করিলেন না। তাহা দেখিয়া রাজকুমার প্রতিবাদ করিলে কমলাক্ষ প্রচণ্ড হুঙ্কার করিলেন। হুঙ্কারের শব্দে রাজকুমার মুচ্ছিত হইলেন। কমলাক্ষ সাধারণ শিশুমত ভয়ে নিকটবর্তী উইপাকার ডিপির মধ্যে লুকাইয়া রহিলেন, এদিকেরাজার নিকট সংবাদ গেল রাজা কুবের পণ্ডিত সহ ঘটনাস্থলে উপনীত হইলেন। পুত্রকে মৃতবৎ পণ্ডিত দেখিয়া রাজা অত্যন্ত বিচলিত হইলেন। কুবের পণ্ডিত আশ্বেষণ করিয়া কমলাক্ষকে ধরিয়া আনিলেন। তখন কমলাক্ষ বিষ্ণু

পাদোদক প্রদান করিয়া রাজকুমারের জ্ঞান ফিরাইলেন। এইভাবে কমলাক্ষ লীলা করিতে লাগিলেন। পঞ্চম বর্ষ বয়ঃকাল হইলে তিনি বিষ্ণু নিবেদিত দ্রব্য ভিন্ন অন্য কিছু ভোজন করিতেন না। একদা দীপান্বিতা দিবসে দেবী মন্দিরে রাজা দিব্যসিংহ সপার্বদে উপবিষ্ট আছেন। কমলাক্ষ সকলের শেষে তথায় উপনীত হইলেন। কিন্তু পূর্ববৃত্ত দেবীকে প্রণাম করিলেন না। তাহা দেখিয়া পিতা কুবের আচার্য্য প্রতিবাদ করিলেন। পিতা পুত্রে বহু-ক্ষণ শাস্ত্র চর্চা হইল। শেষে পিতার মর্যাদা রক্ষার জন্ত কমলাক্ষ দেবীকে প্রণাম করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এক অদ্ভুত ঘটনা পরিলক্ষিত হইল। কমলাক্ষের পুণ্যমে পুণ্ড্রিমা বিদীর্ণ হইল, দেবী অন্তর্দ্বান করিলেন। তাহা দেখিয়া সভাসদ সকলে বিস্মিত হইলেন। রাজা দিব্য সিংহ কমলাক্ষের চরণে শরণ লইলেন। কমলাক্ষ তাহাকে শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিবার উপদেশ প্রদান করিয়া সবার অন্ত্যস্তে দ্বাদশ বৎসর বয়সে শাস্তিপুত্রে আগমন করিলেন। অগ্রে সাহিত্যাভিধান, অলঙ্কার, ছোঁতাতিবাদি অধ্যাপনা শেষ করিয়াছেন। শাস্তিপুত্রে আসিয়া বড় দর্শনাদি পাঠ সমাপন করিলেন। এদিকে কুবের আচার্য্য পুত্রের খোঁজ না পাইয়া ব্যাকুল হইলেন। কতদিনে কমলাক্ষ পিতার সমীপে পত্র পাঠাইলেন। সংবাদ পাইয়া কুবের আচার্য্য সম্ভ্রীক মহানন্দে শাস্তিপুত্রে আগমন করিলেন। তারপর কমলাক্ষ পিতার নির্দেশ মত বেদপাঠ অভিপ্রায়ে ফুল্লবটী গ্রামের গঙ্গাতীরে শ্রীশান্ত বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের সমীপে উপনীত হইলেন। বেদান্তবাগীশ মহাসমাদরে তাহাকে স্বগৃহে রাখিয়া পড়াইতে লাগিলেন। কমলাক্ষের শ্রুতিধর ক্ষমতায় বেদান্তবাগীশ মোহিত হইলেন। কমলাক্ষ দুই বৎসরে বেদপাঠ সমাপন করিয়া বেদ পঞ্চানন উপাধি প্রাপ্ত হন। ফুল্লবটীগ্রামে অবস্থান কালীন কমলাক্ষ এক অলৌকিক লীলার প্রকাশ করেন। একদা বেদান্তবাগীশ শিষ্যগণ সমভিব্যবহারে গঙ্গাস্নানে চলিলেন। সেই সময় বেদান্ত-বাগীশ গঙ্গার সংলগ্ন বিল হইতে কালসর্পাদি পরিবৃত্ত একটি পদ্মপুষ্প চয়ন করিয়া

আনিতে শিগ্গগণকে আদেশ করিলেন। কিন্তু কেহই বিপদ সঙ্কুল কর্মে অগ্রণী হইতে সাহসী হইল না। শেষে কমলাক্ষ সাহস প্রকাশ করিয়া পদ্ম আনয়ন করিতে চলিলেন এবং নিঃস্বপ্নে পদ্ম চয়ন করিয়া শ্রীগুরু চরণে অর্পণ করিলেন। কমলাক্ষ যে সময় পদ্ম চয়নে গমন করেন সেই সময় জলে পদক্ষেপ কালে প্রতি পদতলে ভাসমান পদ্ম দেখিয়া তথা পদ্মে পদ্মে পদক্ষেপ করিয়া পদ্ম আনিতে দেখিয়া শাস্তাচার্য্য ভাবিলেন কমলাক্ষ মনুষ্য নহে; মনুষ্যরূপী কোন দেবতা। কমলাক্ষের বৈভব দর্শনে হাবগণ সহ শাস্তাচার্য্য মোহিত হইলেন। কমলাক্ষ শ্রীগুরু সমীপে বিদায় লইয়া স্বভবনে আসিলেন। তাহার পর একবর্ষ কাল পিতামাতার যথোচিত পরিচর্যা করিলেন। সহসা একদিন নব্বই বৎসর বয়ঃক্রম কুবের আচার্য্য ও লাভাদেবী দিব্য রথারোহণে অদর্শন হইলেন। কুবের আচার্য্য অন্তর্দ্বানের পূর্বে গয়া কাব্য করিবার জন্ম পুত্র ক বলিয়াছিলেন। তাই কমলাক্ষ শ্রাদ্ধাদি করিয়া গয়াধামে চলিলেন। তথায় পিণ্ড দানাদি করিয়া তীর্থ ভ্রমণে চলিলেন। অগ্রে নাভি গয়ায় পিণ্ডদান উদ্দেশ্যে পুরুষোত্তম পাথে চলিলেন। বেমুনা—নাভিগয়া—জগন্নাথ ক্ষেত্র—গোদাবরী—শিবকাঞ্চী—কাবেরী—কাবেরী স্নান পাপনাশন—দক্ষিণ মথুরা—সেতুবন্ধ—ধেনুতীর্থাদি হইয়া উড়পতীর্থে উপনীত হইলেন। তথায় শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর সঙ্গে মিলন হইল। পুরী পাদের সহিত মিলনে প্রেম সমুদ্র উথলিত হইল। তারপর শ্রীগৌরাজ অবতার বিষয়ক 'শ্রীঅনন্ত সংহিতা' নামক গ্রন্থখানি পাইয়া লিখিয়া লইলেন তথা হইতে দণ্ডকারণ্য—নাসিক—দ্বারকা—প্রভাস—পুষ্কর কুরুক্ষেত্র—হরিদ্বার—বদরিকাশ্রম—গোমুখী পার্বত হইয়া গণ্ডকী নদীর তীরে পৌঁছিলেন। নদীতে স্নানাদি করত একমুষ্টি শিলাচক্রে গ্রহণ করিয়া মিথিলায় উপনীত হইলেন। তথায় এক বটরক্ষতলে বিজ্ঞাপতির সহিত মিলন ঘটিল। তারপর অযোধ্যা হইয়া বারানসীতে গমন করিলেন। তথায় বিজয় পুরীর সহিত সাক্ষাত হইল। বিজয়পুরী কমলাক্ষের মাতুল স্থানীয়। বিজয়পুরী কমলাক্ষের মাতামহ বিপ্রের পুরোহিতের পুত্র ছিলেন এবং লাভা দেবীর সঙ্গে ভ্রাতৃ ব্যবহার ছিল। তিনি কমলাক্ষের লাউড় ধাম ত্যাগে বিরহাশ্রিত

হইয়া কাশীধামে আগমন করতঃ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং বিজয়পুরী নাম ধারণ করেন। তারপর কমলাক্ষ নিত্য-লীলমূল শ্রীধাম বৃন্দাবনে গমন করিয়া লীলা স্থানগুলির দর্শন আনন্দে প্রমত্ত হইলেন, একদা স্বপ্নাদীষ্ট হইয়া দ্বাদশ আদিত্য টিলা হইতে তৃণ মুক্তিকাদি আরও কুজার সেবিত শ্রীরাধা মদনমোহন দেবকে প্রকট করিলেন। তথায় এক বটরক্ষতলে একটি রূপডী বাঁধিয়া শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করতঃ এক ব্রজবাসী বৈষ্ণবকে সেবায় নিযুক্ত করিলেন তারপর আপনি বন ভ্রমণের

জন্তু গমন করিলেন। এদিকে শ্রীবিগ্রহের প্রকট বার্তা সর্বত্র ব্যাপিত হইল। হিন্দুর দেবতা প্রকাটে দৈবান্বিত যবনগণ রাত্রে মন্দিরে প্রবীষ্ট হইলেন। তখন প্রভু অন্তর্দ্বন্দ্ব করিলে যবনগণ বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া গেল। পর দিবস প্রভাতে পূজারী আসিলেন। শ্রীবিগ্রহ না দেখিয়া বিরহে কাতর হইলেন। সেই দিবস কমলাক্ষ বৃন্দাবনে উপনীত হইয়া সমস্ত শুনিলেন। তখন তিনি বিরহাশ্বিত হইয়া রক্ষতলে শয়ন করিলেন। স্বপ্নে মদন-মোহন দর্শন প্রদান করিয়া বলিলেন, “আমায় যবনগণ হরণ করিতে পারে নাই। আমি গোপালরূপ ধারণ করিয়া পুষ্পের মধ্যে লুকাইয়া রহিয়াছি। তুমি ভিন্ন অস্ত্র কেহ সেইরূপ দর্শন পাইবে না। আর আজ হইতে আমায় মদন গোপাল নামে অর্চন করিবে।” স্বপ্নাদীষ্ট হইয়া কমলাক্ষ প্রভাতে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিলেই অলৌকিক লীলা মাধুর্যের স্বরূপ দর্শন পাইলেন প্রভু পুনরায় পূর্বরূপ ধারণ করিলেন। তদবধি অদ্বৈতের প্রাণধন হইলেন “শ্রীমদন গোপাল।” আর সে রক্ষতলে এই লীলা ঘটিল তাহা অত্যাপি “শ্রীঅদ্বৈত বট” নামে প্রসিদ্ধ। এইভাবে মদন গোপাল নামে কতককাল অর্চনের পর একদা মদন গোপাল স্বপ্নাদেশে বলিলেন, “কল্যাণপ্রাপ্তে মথুরা হইতে এক চৌবে আসিলে আমাকে তাহার হস্তে সমর্পন করিবে।” এই বার্তা শুনিয়া কমলাক্ষ ব্যাকুলিত হইলে প্রভু বলিলেন, “তুমি নিকুঞ্জ বন হইতে বিশাখার নির্মিত চিত্রপট প্রকট করতঃ তাহা লইয়া শান্তিপুরে গমন কর।” প্রভুর আদেশ মত কমলাক্ষ প্রভাতে মথুরাগত চৌবের হস্তে মদন গোপালকে অর্পণ করিয়া নিকুঞ্জবনে গমন করেন। তথায় বিশাখার নিম্নিত

চিত্রপট প্রাকট করিলেন। তারপর সেই চিত্রপট লইয়া শাস্তিপুরে প্রত্যা-
বর্তন করিলেন। কমলাক্ষ সেই বিগ্রহকে চৌবের হস্তে অর্পন করিলেন ;
সেই বিগ্রহ পরবর্তীকালে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর নিকটে আসিয়া মদন
মোহন' নাম ধারণ করতঃ লীলায় প্রকাশ করেন।

তারপর অদ্বৈতাচার্য্য শাস্তিপুরে আসিয়া ভক্তি শাস্ত্র ব্যাখ্যা আরম্ভ
করিলেন। কতককাল পরে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী চন্দ্রনোদ্যোত্রে নীলাচলে
গমনকালে শাস্তিপুরে আগমন করেন। সেই সময়ে উভয়ের মিলনে এক
অভূতপূর্ব পরিবেশের সৃষ্টি হইল। তীব্র চাকোর সদৃশ মাধবেন্দ্র পুরী
পাদের অপার্থিব প্রেমৈশ্বর্য্যের উচ্ছ্বাসে বহুকালের অতৃপ্ত পিপাসা নিবারণ
করিলেন। শ্রীপাদ কমলাক্ষকে দীক্ষা প্রদান করিয়া যুগল উপাসনার
ঐতিহ্য বর্ণন করতঃ শ্রীরাধার চিত্রপট নির্মাণ করিতে বলিলেন। শ্রীগুরু
আদেশে শ্রীরাধার চিত্রপট অঙ্কিত করিয়া ব্রজানুগত যুগল উপাসনার
পদ্ধতি জগতে প্রচার করিতে লাগিলেন। তারপর ক্রমে ঠাকুর হরিদাস,
শ্রীমদ্বন্দন আচার্য্য, ছোট-বড় শ্যামদাস, দ্বীপুরুষোত্তম পণ্ডিত ও শ্রীকাম-
দেব মণ্ডল প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধ পার্শ্বদর্শকের মিলন ঘটিতে লাগিল। লাউড়ব
রাজা দিব্য সিংহ পুত্রের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া উদাসীনবেশে শাস্তি
পুরে উপনীত হইলেন। রাজা শ্রীমদ্বৈত আচার্য্যের সমীপে ভক্তিশাস্ত্র
অধ্যয়ন করিয়া ভক্তির ঐতিহ্য সম্যক উপলব্ধি করতঃ দীক্ষাদি গ্রহণ করি-
লেন। তখন তাঁহার নাম হইল কৃষ্ণদাস। তিনি পরবর্তীকালে কৃষ্ণদাস
ব্রহ্মচারী নামে খ্যাত হন।

দয়াল প্রভু সীতানাথ ত্রিতাপ জর্জরিত হৃদশা দেখিয়া অত্যন্ত
ব্যথিত হইলেন। প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমার প্রাণনাথ ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণকে
জগতে প্রকাশ করাইয়া জীবের দুর্গতি বিনাশ করিবেন। আর ব্রহ্মাদির
বাঞ্ছিত সুনির্মল প্রেমসম্পদ জগতে বিতরণ করিয়া ত্রিভুবন ধন্য করিবেন।
তাই প্রভু আগমনের কাল চিন্তা করতঃ শাস্তিপুরের গঙ্গাতীরে ত্রেতাযুগের
এক তুলসী বৃক্ষতলে পিণ্ডি বাঁধিয়া তথায় ভক্তিশাস্ত্র ব্যাখ্যা ও তপস্বাদি
করিতে লাগিলেন। সেই সময় বৃন্দাবন হইতে আগত কাম্য বনবাসী কৃষ্ণ-
দাস তাঁহার সেবায় ব্যাপিত রহিয়াছেন। তিনি আচার্য্যের

তীর্থ ভ্রমণ কালে বৃন্দাবন হইতে সঙ্গে সঙ্গে শাস্তিপুরে আসেন ইহার কতদিন পরে শ্রীশ্যামদাস আচার্য্যের মধ্যস্থতায় ফুলিয়ার ঘাটে সপ্তগ্রাম বাসী শ্রীনৃসিংহ ভাটুড়ীর কন্যা সীতা ও শ্রীদেবীর সহিত শ্রীলাদৈত আচার্য্যের বিবাহ সংঘটিত হয়, সে সময় তাহার অলৌকিক ঐশ্বর্য্যপ্রকাশের কাহিনী অবর্ণনীয়। কালক্রমে তাঁহার ছয় পুত্র জন্মে। শ্রীঅচুতানন্দ, কৃষ্ণমিশ্র, গোপাল, বলরাম, ভগদীশ ও স্বরূপ এই ছয়জন।

এদিকে সীতানাথ গোলক বিহাবী প্রভুকে প্রাকট করাইবার জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। গঙ্গাজল তুলসী যোগে সুরধনী তীরে আকুল প্রাণে ডাকিতে লাগিলেন। একদিন প্রভুর উদ্দেশ্যে পুষ্পাঞ্জলী গঙ্গাজলে অর্পণ করিলে তাহা উজান বহিয়া চলিল। আচার্য্য তাহার পিছনে পিছনে চলিলেন। নবদ্বীপে শচীদেবী যে ঘাটে স্নান করিতেছিলেন, পুষ্পাঞ্জলী সেই ঘাটে উপনীত হইয়া শচীদেবীর অঙ্গে ঠেকিল। শচীদেবী সেইকাল গর্ভবতী ছিলেন। আচার্য্য ভাবিলেন, ইহারই শর্ভে আমার সাধন সম্পদ জন্মগ্রহণ করিবেন। তাই গর্ভ পরীক্ষার জন্য আচার্য্য শচীদেবীকে প্রানাম করিলেন। সাধারণ গর্ভের কারণ তাহা বিমষ্ট হইল। তারপর প্রভু আগমনের সময় জানিয়া সীতানাথ নবদ্বীপে আসিয়া টোল থুলিলেন। এদিকে আচার্য্যের প্রানাম শচীদেবীর অষ্টগর্ভ বিমষ্ট হইলে তাহার বংশ রক্ষার জন্য আচার্য্যের শরণ লইলেন। আচার্য্য দুই জনকে চতুরাক্ষর শ্রীগৌরগে পাল মন্ত্রে দীক্ষা অর্পণ করিলেন। কতদিনে শচীদেবী গর্ভবতী হইলে বিশ্বরূপের জন্ম হয়। প্রভুসঙ্কর্ষণ বিশ্বরূপ নামে আবির্ভূত হইলেন। তারপর একদিন আচার্য্য শ্রীগৌরানন্দকে প্রাকট করিবার অভিপ্রায়ে গঙ্গাজলে শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি আরোপ করিয়া তিনবার পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিলেন। সেই পুষ্পাঞ্জলি ভাসিতে ভাসিতে স্নানরত শ্রীশচীদেবীর অঙ্গে লাগিল। তদবধি সীতানাথ ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া সঙ্গীর্ভানানন্দে প্রমত্ত হইলেন। আর প্রভু

আগমনের সময় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কতদিনে সীতানাথের আরাধা দেবতা মুরলীমনোহর ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাবকান্তি ধারণ করতঃ রসরাজ শ্রীগৌরানন্দ রূপে আবির্ভূত হইলেন। সেই শুভলগ্নে সীতানাথের যে আনন্দের উচ্ছাস ঘটিল তাহা বর্ণন করিবার সাধ্য কাহার আছে। সীতানাথ প্রিয় পারিষদগণ সঙ্গে সঙ্গীভূত আনন্দবিভোর হইলেন। তারপর কতক্ষণে অনিলেন যে, প্রভু প্রকট হইয়া হৃৎকপাস করিতেছেন না তখন আকুল প্রানে প্রভুর সমীপে উপনীত হইলেন। প্রভুর অভিপ্রায় জানিবার জন্য সকলকে দূরেসরাইয়া নির্জনকক্ষে সীতানাথ প্রভুর হৃৎকপান না কারন কারন জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রভু বলিলেন, “তুমি অগ্রে আনন্দাবেশে হরিনাম প্রদান না করিয়া আমার পিতা মাতায় দীক্ষার্পণ করিয়াছ। তাই অসম্পূর্ণ দীক্ষার কারণে আমি মায়েব হৃৎকপান কবিত পারিতেছি না। তুমি শীঘ্র বিধিযুক্ত ভাবে দীক্ষার্পণ কর।” প্রভু তখন সীতানাথের কর্ণে বোল নাম বক্শিশ অঙ্কর বিশিষ্ট শ্রীশ্রীভারক ব্রহ্ম মহামন্ত্র নাম অর্পণ করিলেন। সীতানাথ মহানন্দে শচী-জগন্নাথ মিশ্রকে পুনঃ দীক্ষার্পণ করিলে প্রভু হৃৎকপান করিলেন। বিধিরূপ বিশ্বস্তরের অলৌকিক নদীয়া লীলাদর্শনানন্দে সীতানাথ নবদীপে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মধ্যে-মধ্যে সীতানাথ শান্তিপূর আসিয়া অবস্থান করতেন। কতদিনে প্রভু বিশ্বস্তর বিজ্ঞাবিলাস রঙ্গে শান্তিপূরে আচার্য্য গৃহে বনস্থান করিয়া আচার্য্য সমীপে শাস্ত্রাদি পাঠ করেন তারপর প্রভু বিজ্ঞার্গবের প্রচণ্ড হৃৎকার আরম্ভ করিলেন। জীবের হৃৎকপা দেখিয়া কাতর ভক্তগণ হৃৎকপের কথা শ্রবণে কাহারে জানাইবে। সকলে শান্তিপূরনাথ অদ্বৈত আচার্য্যের সমীপে উপনীত হইয়া আবেদন করিতে লাগিলেন। সকলের ইচ্ছা প্রভু বিজ্ঞার্গব সঙ্কোচ করিয়া প্রেম প্রকাশ করতঃ জীবের ত্রিতাপ জ্বালা নির্বাপন করুন, একদিন সীতানাথ মুকুন্দাদি ভক্তগণ পরিবৃত্ত অবস্থায় শ্রীরাধামদন গোপালের সম্মুখে ধ্যানমুগ্ধ আছেন।

সহস্রা শ্রীপাদ ঈশ্বরপরায়ণ তথায় এলে উভয়ের মিলনে এক অভূতপূর্ব পরিবেশের সৃষ্টি হইল। উভয়ের প্রেমৈশ্বর্যের প্রকাশ দেখিয়া ভক্তগণের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল যে "শ্রীপাদ ঈশ্বরপরায়ণ প্রেমৈশ্বর্যের প্রচণ্ডাঘাতে প্রভুর বিজ্ঞানগর্বের অবসান ঘটিবে; তৎসঙ্গে জীব জগতের ভাগ্যাকাশে পূর্ণিমার চন্দ্রের প্রকাশ ঘটিবে। জীবজগত ব্রহ্মাদির বাঞ্ছিত ধনপ্রাপ্ত হইয়া অনাদি কালের পূজীভূত ত্রিতাপ জালা নির্বাপন করতঃ চিদানন্দ প্রমত্ত হইবে। তাবপর শ্রীপাদ সহ বিশ্বস্তরের মিলন ঘটিল লীলাচক্রে প্রভু শ্রীপাদ সমীপে বিজ্ঞানগর্ব সঙ্কোচন করিলেন। কতদিনে পিতৃপিতৃদানোদ্যোগে গয়াধামে গমন করিয়া শ্রীপাদের সমীপে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। তারপর নদীয়ায় আসিয়া সঙ্কীৰ্ত্তন বিলাসের মাধ্যমে জগতে প্রেম প্রকাশের সূচনা করিলেন। একদা প্রভু গদাধর সঙ্গে অদ্বৈত ভবনে গমন করিলে তিনি প্রভুর অর্চনাদি করিলেন। তারপর একদিন শ্রীগৌরানন্দ শ্রীবাস ভবনে ঐশ্বর্য প্রকাশ করিয়া রামাই পণ্ডিতের মাধ্যমে সীতানাথকে আহ্বান জানাইলেন। সংবাদ পাইয়া সীতানাথ মহানন্দ উৎফুল্ল হইলেন। হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা আজ প্রকাশ হইয়াছেন। তাই অর্চন সামগ্রী লইয়া শাস্তিপুরে হঠাৎ নবদ্বীপে পৌঁছিলেন। প্রভুর ঠাকুরালী জানিবার জন্য প্রথমে নন্দন আচার্য্যের ঘরে লুকাইলেন। পরে প্রভুর সমীপে উপনীত হইয়া নিজ আরাধ্য দেবতায় প্রত্যক্ষ করিলেন। যথাযোগ্য প্রভুর অর্চন ও স্তুবাদি করিলেন এবং আচণ্ডাল জীব জগতের উদ্ধারের বর গ্রহণ করিয়া প্রেমানন্দে মত্ত হইলেন। প্রভু নিত্যানন্দ সহ আচার্য্যের মিলন ঘটিল। তারপর আচার্য্য নিতাই গৌরানন্দ সহ সঙ্কীৰ্ত্তন লীলায় প্রমত্ত। এবার প্রভু ভক্তের একলীলার সূচনা হইল। প্রভু সর্বজন আচার্য্যকে শু বুদ্ধি করেন, কিছুতেই প্রভু পাদস্পর্শ করিতে দেন না। তাই গৌরানন্দাস্ত্রে বিভাবিত আচার্য্য প্রভুর সেবার জন্য উদ্বিগ্ন হইলেন। প্রভুর কৃপাপ্রাপ্তি অভিপ্রায়ে

মনেচিন্তা করিয়া শাস্তিপুরে আগমন করতঃ যোগ বাগিষ্ট'বাদ ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। ভক্তি হইতে জ্ঞানের প্রাধান্য দেখাইতে লাগিলেন। অন্তরে জানিয়া শ্রীগৌরাজ ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্ত প্রভু নিত্যানন্দ সহ শাস্তিপুর উপনীত হইলেন। প্রভু প্রচণ্ড ক্রোধ প্রকাশ করিয়া আচার্য্যকে অঙ্গে ফেলিয়া ক্লাইতে আরম্ভ করিলেন বলিতে লাগিলেন, "তুমি ভক্তি প্রবর্তনে জীব উদ্ধার করিবার জন্ত আমার গোলক হইতে আকর্ষণ করিয়া ধরাধামে প্রকট করিলে। এখন চতুরামি প্রকাশ করিতেছি।" এই ভাবে বহু তর্জ-গর্জ আরম্ভ করিলেন। শেষে সীতা ঠাকুরাণীর অনুরোধ ছাড়িয়া দিলেন। তারপর প্রভু বাহু প্রকাশ করিলে প্রভু ভূতোর প্রভূত অলৌকিক লীলার প্রকাশ ঘটিল সীতানাথ বলিলেন, "এতদিনে ভূতোর প্রতি কৃপা হইল। তোমার ঠাকুরালী দেখিয়া ধন্য হইলাম।" এইভাবে কতদিন গত হইল। শ্রীমন্ন্যপ্রভু কাটোয়ায় শ্রীকেশব ভারতীর সমীপে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া প্রেমাবেশে তিনদিন রাঢ়দেশে ভ্রমণ করতঃ ফুলিয়ায় পৌঁছিলেন। প্রভু নিত্যানন্দ গোপনে আচার্য্য সমীপে সংবাদ পাঠাইলেন। আচার্য্য সংবাদ পাইয়া নৌকাসহ গঙ্গাঘাটে পৌঁছিলেন। প্রভুর সন্ন্যাসবেশ দর্শন করিয়া আচার্য্য ব্যাকুল হইলেন। তারপর মহা-সমাদরে নৌকায় তুলিয়া স্বগৃহে লইয়া আসিলেন। সংবাদ পাইয়া শচীমাতা ও নবদ্বীপবাসী ভক্তগণ আকুল প্রাণে শাস্তিপুরে উপনীত হইলেন। প্রভু ১০ দিন শাস্তিপুরে অবস্থান করিয়া ভক্তগণকে দর্শন প্রদান করিলেন। সেই স্থানে ভোজন লীলায় প্রভু নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের প্রেম কলহ অভিনব রসের সঞ্চার করিল। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর সুচারু রূপে পরিবেশন করিয়াছেন। এই প্রেম কলহের মাধ্যমে শ্রীনিত্যানন্দ তত্ত্ব ও শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈতচক্ষের নিগূঢ় সম্পর্কের প্রকাশ ঘটয়াছিল। তথা হইতে

শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচলে যাত্রা করিলেন। প্রভু দক্ষিণ হইতে ফিরিলে গোড়ীয় বৈষ্ণবগণ সঙ্গে সীতানাথ নীলাচলে উপনীত হইয়া প্রভুর সঙ্গে চতুর্মাশ্র যাপন করিলেন। এইভাবে প্রায় দ্বাদশ বৎসর কাল গমন করিয়া নিজ প্রাণনাথের লীলারস মাধুরী দর্শনে বিমোহিত হইলেন। সীতানাথ প্রভুর সেবার সায়গ্রী লইয়া বাইতেন এবং চতুর্মাশ্র কাল বিবিধ বিধানে প্রভুর সেবা করিতেন। এইভাবে কতককাল অতীত হইল। শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত প্রভুর আদেশে নবদ্বীপ হইয়া শাস্তিপুত্রে সীতানাথের সমীপে পৌঁছিলেন, সীতানাথ সমাচার লইয়া যাত্রাকালে একটি প্রাহেলী বলিলেন এবং বলিলেন এই প্রাহেলী প্রভুর সমীপে মিবেদন করিবে।

—তথাহি—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত—অন্ত্যখণ্ড—১৯শ পঙ্কিঃ—

“বাউলকে কহিও লোক হইল বাউল।

বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল ॥

বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল।

বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল ॥”

এই বাক্য জগদানন্দ নীলাচলে গিয়া প্রভু সমীপে ব্যক্ত করিলেন। প্রভু এই বাক্য শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করতঃ মোনাবলম্বন করিলেন। অন্তরে বুঝিয়া শ্রীম্বরূপ গোস্বামী প্রভু সমীপে এই বাক্যের তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করিলে প্রভু বলিলেন—

তথাহি—তত্রৈব—

“উপাসনা লাগি দেবের করে আবাহন।

পূজা লাগি কতকাল করে নিরোধন ॥

পূজা নির্বাহন হৈলে পাছে করে বিসর্জন।

তরঙ্গার না জানি অর্থ কিবা তার মন ॥”

ইচ্ছিতে প্রভু তর্জার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিলেন। যিনি আবাহন করিয়া আমায় অনরন করিয়াছিলেন তিনি এখন প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দিতেছেন। তদবধি প্রভুর বিরহ উন্মাদনা বৃদ্ধি পাইল। কতদিনে লীলার অবসান করিলেন। সেই সংবাদ আচার্য্য সমীপে পৌঁছিলে আচার্য্য বিরহে ব্যাকুল হইলেন। প্রভু শান্তিপুরে আচার্য্য সমীপে প্রকট হইয়া দর্শন প্রদান করতঃ তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। তারপর প্রভু নিত্যানন্দ অন্তর্দ্বান করিলে বিরহে ব্যাকুল হইয়া কতদিন বাপন করিলেন। শেষে পুত্র সকলের সম্মতি হইয়া পুত্র কৃষ্ণ মিশ্রের হস্তে শ্রীরাধামদন গোপালের সেবা অর্পণ করতঃ ১৪৮০ শকে (ইং ১৫৫৮ খৃঃ) ১২৫ বৎসর বরসে প্রাণধন শ্রীরাধামদনগোপালে অন্তর্দ্বান করিয়া লীলার অবসান করেন। কলি জীবের দুর্গতি বিনাশের জন্য সপার্বদ প্রভুদয়কে আহ্বান করিয়া আনিলেন এবং লীলা বিলাসের মাধ্যমে নামে প্রেমে জগত ধন্য করিয়া সবাইকে বিদায় প্রদান করতঃ আপনি নিত্য লীলাস্থলে গমন করিলেন।

শ্রীঅদ্বৈত মহিমা গদ

ভক্তিরত্নাকর ১২ তরঙ্গ—

কিভাবে অদ্বৈত
ভুঙ্কার গর্জনে
অটু অটু হাসে
অক্লন নয়ানে
ভুবন মোহন
ছবাহু পসারি
পদতলে তালে
নিজ বাহু বলে

চাঁদ অদভূত
করে ঘন ঘন
কি রস প্রকাশে
চায় চারি পানে
গোরাগুন গান
তারে ক্রোড়ে করি
মহীভল হালে
বলী কলিকালে

লক্ষ দেই বীরদাপে ।
ভয়েতে পাষণ্ড কাঁপে ॥
কেহ না পায়রে আ ।
পুলকে ভরয়ে গা ॥
শুনয়ে বাহার মুখে ।
নাচয়ে পরম সুখে ॥
ভজী কি উপমা তাঁর ।
ঘনশ্যাম বশ গায় ॥

আজু সীতাপতি

বিপুল পুলক

বারিষ নয়নে

লহু লহু হাসি

ভুজ ভজীকরু

মন্দ মন্দ কিবা

মনের উল্লাসে

তনে ঘনশ্যাম

গোপীভাবে অতি মধুর ছাঁদে ।

শোভা হেরি কেবা ধৈরজ বাঁধে ॥

নারে নিবারিতে না রহে ধৃতি ।

বলমল করে চন্দ্রমা জিতি ॥

তালে টলমল করয়ে মহী ।

বায় কেহ কেহ চৌদিকে রহি ॥

সে চারু চরিত অমিমা বরু ।

জয় জয় হবে ভুবন ভরু ॥

অদ্বৈত নাচয়ে,

ময় হেমভনু,

বহে বারি ধারা,

মাখা মুখ খানি,

ধরু পদ তল,

মুদঙ্গ মন্দিরা,

প্রিয়গন গায়,

গুনে কেবা বুঝে,

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী কর্তৃক সম্পাদিত

গাবয়ণায়ুধক ও অপ্রকাশিত প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী

শ্রীচৈতন্যডোবা, পোঃ—হালিসহর, উঃ ২৪ পরগণা ফোন—২৫৮৫-০৭৭৫

- ১) শ্রীচৈতন্য ডোবা মাহাত্ম্য—(মাধবেন্দ্র পুরীর জীবনী সহ—দশ টাকা)
- ২) জগদগুরু শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর মহিমাযুত—(শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর জীবনী)—পাঁচিশ টাকা ৩। গোড়ীয় বৈষ্ণব লেখক পরিচয়—(১০৮ জন লেখকের পরিচিতি)—দশ টাকা ৪। গোড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ পর্যটন—(পশ্চিমবঙ্গের রেল পথে ৭২টি স্টেশন চিহ্নিত করিয়া বিভিন্ন তীর্থে গমনের পথ নির্দেশ শাস্ত্রীয় প্রামাণ্য যুক্ত স্থান মাহাত্ম্য, বিভিন্ন তীর্থের চিত্রপট ও বৈষ্ণব ইতিহাসের প্রভূত অপ্রকাশিত তথ্যের সমাবেশ)—আশী টাকা, ৫। গৌরভক্তায়ুত লহরী—(পঞ্চ শতাধিক গৌরান্দ্র পরিব্রাজকের জীবনী) দশ খণ্ড একত্রে দুইশত পঞ্চাশ টাকা। ৬। শ্রীরাধাকৃষ্ণ গৌরান্দ্র গণোদ্দেশালী (শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর রহস্য ও লবু শ্রীরাধাকৃষ্ণ গণোদ্দেশ ও কবি কর্ণপুর, রামাই পণ্ডিত, বলরাম দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থ সম্বলিত)—ত্রিশ টাকা। ৭। গৌরান্দ্রের ভক্তিধর্ম—(শ্রীগৌরান্দ্রের উপদেশ ও শ্রীরূপ কবিরাজের ভাবাদর্শ)—পাঁচ টাকা। ৮। শ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃত—(শ্রীল রূন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিত প্রভু নিত্যানন্দের জীবনী)—ত্রিশ টাকা। ৯। নিত্যানন্দ বংশ বিস্তার—(শ্রীলরূন্দাবন দাস বিরচিত নিত্যানন্দ পুত্র বীরচন্দ্রের জীবনী)—বার টাকা। ১০। সীতাদ্বৈত তত্ত্ব নিরূপন—(অদ্বৈত প্রভু জীবনী সহ তাঁহার পূর্ববর্তার বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থ)—পাঁচ টাকা। ১১। ব্রজমণ্ডল পরিচয় (রূন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ লীলা ভূমির শাস্ত্রীয় বিবরণ)—সাত টাকা। ১২। অভিরাম লীলামৃত (ব্রজের শ্রীদাম ব্রজদেহ নিয়ে গোঁড় এসে অভিরাম নাম ধারণ করেন। তাঁহার জীবনী)—ত্রিশ টাকা। ১৩। সখ্যভাবের অষ্ট কালীন লীলা স্মরণ—চার টাকা। ১৪। সাধক

- স্বরণ (অষ্টক, প্রণাম, সন্ধ্যারতি, ভোগারতি, প্রভৃতি)—দশ টাকা । ১৫
- গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্র পরিচয়—(বৈষ্ণব শাস্ত্রের নাম, বর্ণনীয় বিষয়, সমাপ্তি
কালাদি)—দশ টাকা । ১৬ । নিত্যভজন পদ্ধতি (বৈষ্ণবীয় পূজা পদ্ধতি
অষ্টক, প্রণাম, ভোগারতি, সন্ধ্যারতি ও অধিবাসাদি কীর্তন)—আশী টাকা
১৭ । পানিহাটীর দণ্ডোৎসব—দশ টাকা । ১৮ । বিষ্ণুদত্ত মন্ত্র স্মরণ
পদ্ধতি—পাঁচ টাকা । ১৯ । ধনঞ্জয় গোপাল চরিত ও শ্যামচন্দ্রোদয়
(ধনঞ্জয় গোপাল ও পানুয়া গোপালের মহিমা)—পাঁচ টাকা । ২০ ।
অষ্ট কালীন লীলা স্মরণ—ছয় টাকা । ২১ । গৌরান্দ লীলা মাধুরী
(শ্রীগৌরান্দ তত্ত্ব বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ)—কুড়ি টাকা । ২২ । অনুরা-
গবল্লী (শ্রীনিবাস আচার্য্য মহিমা)—সাত টাকা । ২৩ । গৌরান্দ
অবতার রহস্য (শ্রীকৃষ্ণের গৌরান্দরূপ ধারণের বৈচিত্র্য ময় রহস্যাদি)—
দশ টাকা । ২৪ । শ্যামানন্দ প্রকাশ (প্রভু শ্যামানন্দের মহিমা)—
পাঁচিশ টাকা । ২৫ । সপার্বদ গৌরান্দ লীলা রহস্য—আশী টাকা ।
২৬ । প্রার্থনা ও প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা—দশ টাকা । ২৭ । নিতাই অদ্বৈত
পদ মাধুরী (প্রভু নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের মহিমামূলক প্রাচীন পদ)—
বার টাকা । ২৮ । পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোব ১ম খণ্ড (নরহরি
সরকারের পদাবলী)—কুড়ি টাকা ২য় খণ্ড (নরহরি চক্রবর্তীর গৌরলীলা
পদ)—ষাট টাকা ৩য় খণ্ড নরহরি চক্রবর্তীর কৃষ্ণ লীলা পদ)—চল্লিশ
টাকা ৪র্থ খণ্ড (বনশ্যাম চক্রবর্তীর পদাবলী)—ত্রিশ টাকা ৫ম খণ্ড
(মুরারি ঙ্গ, গোবিন্দ - মাধব - বাসুদেব ঘোষের পদাবলী)—পাঁচিশ
(বলরাম দাসের পদাবলী)—পঞ্চাশ টাকা ৬ম খণ্ড (গোবিন্দ দাসের
পদাবলী) যন্ত্রস্থ । ২৯ । অভিরাম বিষয়ক অপ্রকাশিত গ্রন্থদ্বয়—
(অভিরাম পটল ও অভিরাম বন্দনা) সাত টাকা । ৩০ । চৈতন্য
কারিকায় রূপ কবিরাজ—পাঁচ টাকা । ৩১ । জগদীশ চরিত্র বিজয়
(জগদীশ পণ্ডিতের জীবন চরিত্র)—পাঁচিশ টাকা । ৩২ । বৈষ্ণব

ইতিহাস সার সংগ্রহ—সত্তর টাকা। ৩৪। মনঃশিক্ষা—দশ টাকা। ৩৫।
মহাতীর্থ শ্রীচৈতন্য ডোবা (হং)—সাত টাকা। ৩৬। বিংশ শতাব্দীর
কীর্তনীয়া (কীর্তনীয়াগণের পরিচয়)—১ম খণ্ড চল্লিশ টাকা, ২য় খণ্ড
ত্রিশ টাকা ৩য় খণ্ড ত্রিশ টাকা। ৩৭। শ্রীগোবিন্দ পার্শদ বর্গের
সুচক কীর্তন—ত্রিশ টাকা। ৩৮। রসিক মণ্ডল (প্রভু রসিকানন্দের
জীবনী)—পঞ্চাশ টাকা। ৩৯। চৈতন্য শতক (সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য
কৃত)—সাত টাকা। ৪০। অদ্বৈত প্রকাশ (অদ্বৈত প্রভুর জীবন
কাহিনী)—চল্লিশ টাকা। ৪১। বৈষ্ণব তীর্থ গ্রাম কাঁচরাপাড়া—পাঁচ
টাকা ৪২। বৈষ্ণব তীর্থ শ্রীপাট শ্রীখণ্ড—দশ টাকা। ৪৩। চৈতন্য
ভাগবত ও ব্রহ্মদাবন দাস ঠাকুরের রচনাবলী—আড়াই শত টাকা।
৪৪। চৈতন্য চন্দ্রামৃত (প্রবোধানন্দ সরস্বতী কৃত)—কুড়ি টাকা।
৪৫। শ্রীখণ্ডের প্রাচীন কীর্তনীয়া ও পদাবলী—কুড়ি টাকা। ৪৬। অদ্বৈত
মঙ্গল—(অদ্বৈত প্রভুর মহিমাগুলক)—চল্লিশ টাকা। ৪৭। গোবিন্দের
পিতৃবংশ পরিচয় ও শ্রীহট্ট লীলা—পঁয়ত্রিশ টাকা। ৪৮। শ্রীচৈতন্য
চরিতামৃত—(ব্যাখ্যাসহ)—তিনশত টাকা। ৪৯। নেড়ানৈড়ী সৃষ্টি
রহস্য—পনের টাকা। ৫০। অষ্ট কালীন লীলা স্মরণে ক্রম বিন্যাস
(অষ্ট কালীন লীলার সময় নির্ধারণ)—সাত টাকা। ৫১। শ্রীপাদ
ঈশ্বরপুরী পত্রিকার রজত জয়ন্তী সংখ্যা—কুড়ি টাকা। ৫২। নিত্যানন্দ
পার্শদ চরিত্র—চল্লিশ টাকা। ৫৩। অদ্বৈত পার্শদ চরিত্র—ত্রিশ
টাকা ৫৪। গদাধর পার্শদ চরিত্র—ত্রিশ টাকা ৫৫। একাদশী
ব্রত মাহাত্ম্য—দশ টাকা। ৫৬। শ্রীপাট কুলিয়া মাহাত্ম্য—দশ
টাকা ৫৭। গোবিন্দ পার্শদ বড় ঠাকুরের জীবন চরিত্র—দশ টাকা।
৫৮। লোচন দাসের ধামালী ও পদাবলী—কুড়ি টাকা। ৫৯।
পদাবলী সাহিত্যে গোবিন্দ পার্শদ (জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস সহ
একশত পঁচাত্তর জন বৈষ্ণব পদাবলী লেখকের সবিস্তার জীবন কাহিনী)
—ত্রিশ টাকা। ৬০। শ্রীবংশী বদনের পদাবলী ও বংশী শিক্ষা—ত্রিশ
টাকা। ৬১। শ্রীচৈতন্য মঙ্গল (শ্রীলোচন দাস বিরচিত) বঙ্গমঙ্গল।

শ্রীগৌর গোবিন্দের লীলারস আস্বাদনে

বৈষ্ণব পদাবলী গ্রন্থ গড়ুন ।

জীবনো সহ অদ্যাবধি প্রকাশিত গ্রন্থ—

- ১। শ্রীনরহরি সরকারের পদাবলী—(১৩৫টি পদ) ভিক্ষা—কুড়ি টাকা ।
 - ২। নরহরি চক্রবর্তী পদাবলী—(শ্রীগৌরলীলা ৬৩৭টি পদ) ভিক্ষা—ষাট টাকা । ৩। নরহরি চক্রবর্তী পদাবলী (শ্রীকৃষ্ণলীলা ৪৫৯ পদ) ভিক্ষা—চল্লিশ টাকা । ৪। ঘনশ্যাম চক্রবর্তীর পদাবলী—(শ্রীগৌরলীলা ৬৯, শ্রীকৃষ্ণ লীলা ২৬৫ পদ)—ভিক্ষা—ত্রিশ টাকা ।
 - ৫। মুরারী গুপ্ত, গোবিন্দ ঘোষ, বাসুদেব ঘোষের পদাবলী ভিক্ষা—পঁচিশ টাকা । ৬। বলরাম দাসের বদাবলী—(১৮৫ পদ) ভিক্ষা পঞ্চাশ টাকা । ৭। শ্রীখণ্ডের প্রাচীন কীর্তনীয়ী ও পদাবলী—(১১ জন পদকর্তার পদাবলী) ভিক্ষা—কুড়ি টাকা । ৮। শ্রীলোচন দাসের ধামালী ও পদাবলী—(১৬৮ পদ) ভিক্ষা—কুড়ি টাকা ।
-

শ্রীগাদ ঈশ্বরপুরী

(অপ্রকাশিত ও হুঃশ্রুত প্য বৈষ্ণব শাস্ত্র প্রচার মূলক পত্রিকা)

পত্রিকাটি ত্রৈমাসিক ভাবে আজ ত্রিশ বৎসর বাবৎ প্রচারিত। ইহাতে বৈষ্ণব শাস্ত্র ও গবেষণামূলক তথ্যাদি পরিবেশিত হইয়া আসিতেছে।

আপনি বার্ষিক চাঁদা কুড়ি টাকা বা আজীবন সদস্য বাবদ এককালীন দুইশত টাকা পাঠিয়ে গ্রাহক হউন। প্রাচীন বৈষ্ণব শাস্ত্র প্রচারের সহায়ক হউন !

যোগাযোগ—

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী শ্রীচৈতন্য ডোবা পোঃ হালিশহর

উত্তর ২৪ পরগণা ফোন—২৫৮৫-০৭৭৫

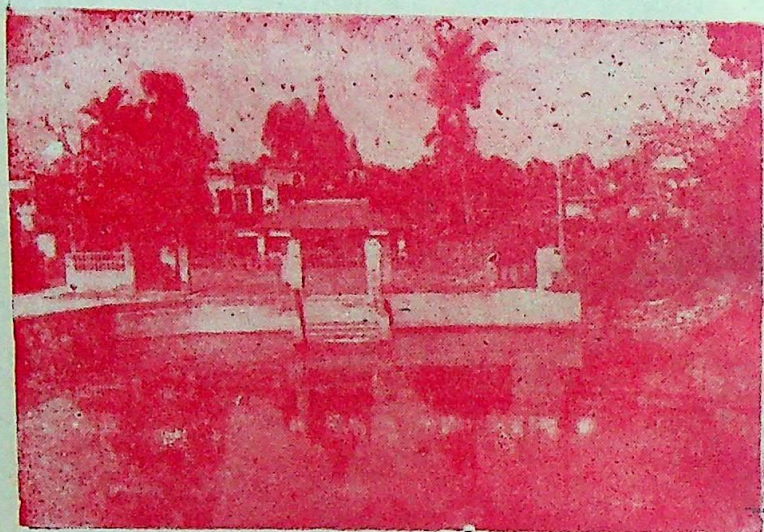
पुस्तकालय संख्या ६७३

पुस्तक संख्या १०११३

पृष्ठ संख्या १०१

पुस्तक संख्या १०११३

শ্রীনিতাই গৌরাস্ত গুরুধাম ভগদগুরু শ্রীগাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীগাট দর্শনে আসুন



মহাতীর্থ শ্রীচৈতন্যডোবা ও কুমারহট্ট শ্রীবাসাঙ্গন ।

• শ্রীচৈতন্য ডোবা মহাতীর্থে স্থান •

(কান্তিকী কৃষ্ণাত্রয়োদশী (কালীপূজার আগে))

পথনির্দেশ—শিয়ালদা-রানাসাট রেলপথে নৈহাটি কিংবা কাঁচরাপাড়া
ষ্টেশনে নামিয়া ৮৫ নং বাসযোগে হালিসহর শ্রীচৈতন্যডোবা বাস
ষ্টেশনে নামিবেন। বাসে শিয়ালদা-শ্যামবাজার-বারাকপুর হইতে
৮৫নং বাসরুটে এখানে আসা যায়।